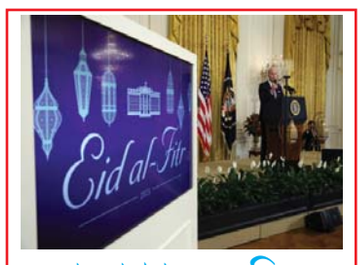

প্রত্যাখ্যান মুসলিম নেতাদের, হোয়াইট হাউসের ইফতার বাতিল

সারে-জমিন

পথশ্রী প্রকল্পে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ

রূপসী বাংলা

এরদোগানের এত বড় পরাজয়ের কারণ কী

সম্পাদকীয়

লাইলাতুল কদরে ফজিলত ও বিশেষ আমল

দাওয়াত

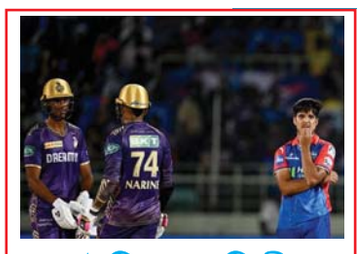

আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান কলকাতার

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৪ এপ্রিল, ২০২৪
২১ চৈত্র ১৪৩০
২৪ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 93 ■ Daily APONZONE ■ 4 April 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

ওয়ানাদ থেকে লড়তে রাহুল জমা দিলেন মনোনয়নপত্র

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বুধবার কেরলের ওয়ানাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়াই করার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরপরই রাহুল গান্ধী ওয়ানাডের জনগণের সঙ্গে তাঁর উষ্ণ সম্পর্কের কথা নিশ্চিত করেন এবং আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে "দেশের আত্মার লড়াই, আমাদের গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই" এর সাথে তুলনা করেন। রাহুল গান্ধি লেখেন, 'অত্যন্ত গর্ব ও নম্রতার সঙ্গে আমি এই সুন্দর ভূমি থেকে আবারও লোকসভা ২০২৪-এর জন্য মনোনয়ন জমা দিচ্ছি। এই নির্বাচন ভারতের আত্মার লড়াই; এটি ঘৃণা, দুর্নীতি এবং অবিচারের শক্তির হাত থেকে আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার লড়াই, যা ভারত মাতার কণ্ঠকে দমন করতে চায়।'
বর্তমান সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে সফল না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পের কথাও পুনর্ব্যক্ত করেছেন রাহুল গান্ধি। তিনি বলেন, এই যুদ্ধ জয় না হওয়া পর্যন্ত আমি এবং ইন্ডিয়া জোটের প্রতিটি সদস্য বিশ্রাম নেব না। এদিন সকালে রাহুল গান্ধির মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় ছিলেন তার বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সহ দলের অনেক শীর্ষ নেতা। একটি বিশাল রোড শো করে মানুষের অভিবাদন নিয়ে তিনি মনোনয়ন জমা দেন।

মহুয়া গ্রেফতার হলে মনোনয়ন জমা দেবেন তার মা

আপনজন ডেস্ক: মহুয়া মৈত্রকে যদি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা গ্রেফতার করে, তাহলে তাঁর হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন তাঁর মা মঞ্জুজু মৈত্র। মেয়েকে এই মর্মে হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন তিনি। মায়ের সেই বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন মহুয়া।
কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থীকে তাঁর মা লিখেছেন, 'তুমি আমার নামে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি তৈরি রাখো। ওরা যদি তোমায় গ্রেফতার করে, তাহলে আমি ভোটে মনোনয়ন জমা দেব।' মায়ের এই হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার স্ক্রিনশট সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন মহুয়া। সঙ্গে লিখেছেন, 'বিজেপির ইডি, সিবিআইয়ের এই প্রতিদিনের প্রেমের উদযাপন নিয়ে আমার মায়ের জবাব। ইউ রক মাম্মি। আসল বাঘিনী।' প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে মহুয়াকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়। তবে তিনি জানান কৃষ্ণনগরে ভোটের প্রচারে ব্যস্ত। প্রসঙ্গত, ২৮ মার্চ একটি ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা) লঙ্ঘনের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূল নেতা মহুয়া মৈত্র এবং ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিকে নতুন সমন জারি করেছে। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় আরও একটি পোস্ট করেন মহুয়া, বলেন, 'বিজেপির দরজা খোলা আছে। এসে যাও, নয়তো এরপর তিহার।' বিজেপির বিরুদ্ধে ফের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতির অভিযোগ তোলেন তিনি। যদিও তিনিও প্রতিহিংসার শিকার বলে জানান মহুয়া। যার কারণে তার সাংসদ পদ খারিজ হয়।

একই দিনে মোদি ও মমতার সভা ঘিরে সরগরম কোচবিহার

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ই একের পর এক জনসভা করে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার আসনটি অগ্নিগর্ভ প্রচারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কোচবিহারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন এবং প্রধানমন্ত্রী বিকেল তিনটে নাগাদ রাসলীলা ময়দানে একটি মহাসমাবেশে ভাষণ দেবেন। একটি সভার স্থান অন্যটি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
সম্প্রতি বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং তৃণমূল নেতা তথা মন্ত্রী উদয়ন গুহর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে জর্জরিত কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রটি এখন মর্যাদার লড়াইয়ের ময়দানে পরিণত হয়েছে।
লোকসভা প্রার্থী হিসেবে পুনঃমনোনয়ন পাওয়া নিশীথ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশী সম্প্রদায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা সিতাইয়ের বর্তমান বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া।
এ বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, কোচবিহারের মানুষ দৃঢ়ভাবে বিজেপির পাশে রয়েছেন, ৪ জুনের ভোটের ফলাফলে তার প্রতিফলন ঘটবে। বিজেপি সাংসদ এবং কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার যে উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নিয়েছে তা গেরুয়া শিবিরের টানা দ্বিতীয় মেয়াদে জয় নিশ্চিত করবে।
কোচবিহার আসনটি একদা বামফ্রন্টের শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের

শক্ত ঘাঁটি, যা ১৯৭৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ৩২ বছর ধরে এই আসনটি ধরে রেখেছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।
২০২১ সালের রাজ্য নির্বাচনে তৃণমূলের উল্লেখযোগ্য জয় সত্ত্বেও দলটি সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি দখল করেছে।
উল্টোদিকে, কোচবিহারের মানুষ বিজেপির 'গুন্ডারাজ' থেকে স্বস্তি পেতে মরিয়া বলে তৃণমূলের দাবি।
রাজ্য সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা উদয়ন গুহ বলেন, কোচবিহারের মানুষ বিজেপি ও তার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সতর্ক। এই মনোভাব ভোটে স্পষ্ট হবে এবং আমরা যথেষ্ট ব্যবধানে আসনটি জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। এর আগে ২০১৬ সালে সাংসদ রেণুকা সিনহার মৃত্যুর পর উপনির্বাচনে এই আসনে জিতেছিল তৃণমূল।
আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় এই আসনে ভোটগ্রহণ হবে।
তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আশা করছেন, জনসভায় ২০২১ সাল থেকে আবাস যোজনা ও মনরেগায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শ্বেতপত্র দেবেন প্রধানমন্ত্রী।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর ২০২১ সাল থেকে আবাস যোজনা ও মনরেগায় বাংলাকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বা শ্বেতপত্র জমা দেবেন বলে আশা করছি।
দিনহাটা, নিশীথপ্রামাণিক এবং গুহ উভয়ের আবাসস্থল, বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক সহিংসতার একটি হটস্পট হিসাবে রয়ে গেছে। উভয় নেতা যারা একে অপরের সাথে মতবিরোধে রয়েছে, তারা দুজনেই ঘরের মাঠে আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন।
১৯ মার্চ দিনহাটা বাজারে উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, যা উভয় নেতাকে বাকবিতণ্ডায় টেনে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে, যার ফলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসুকে সহিংসতাস্থল পরিদর্শন করতে প্ররোচিত করে।

চা বাগানের শ্রমিকদের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রে জুমলা সরকার, মানুষের পাশে কখনও দাঁড়ায় না: মমতা

আপনজন ডেস্ক: উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ির একটি স্থানীয় দোকানে চা তৈরি করে পরিবেশন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্কুলের বাচ্চাদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের সঙ্গে আলাপচারিতায় মেতে ওঠেন। এমনকী অন্যান্যবারের মতো এবারেও চা বাগানের শ্রমিকদের সাথে যোগ দিয়ে চা পাতা তোলেন।
এ ব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছে, 'Smt.@MamataOfficial! উষ্ণতা নিয়ে আসে এবং চায়ের দোকানে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে ও গরম চা তৈরি করে জলপাইগুড়ির বাসিন্দাদের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন।' তৃণমূলের পোস্ট করে, 'Smt.@MamataOfficial! জলপাইগুড়ির উজ্জ্বল তরুণদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে। তাদের সরলতা এবং কৌতূহল আরও ভাল ভবিষ্যতের জন্য আমাদের আশাবাদকে প্রজ্বলিত করে।' পোস্ট করে আরও বলা হয়, 'Smt.@MamataOfficial! সম্পর্ক দৃঢ় করেন, চা বাগানের শ্রমিকদের সাথে চা পাতা কাটার কালজয়ী রীতিতে যোগ দেন।' এর আগে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাচের তালে তালে ড্রাম বাজান তিনি। এদিন কেন্দ্রকে 'জুমলা' সরকার বলে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রয়োজনের সময়, বিশেষ করে বিপর্যয়ের সময় তারা কখনও মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি।
জলপাইগুড়ির মার্সি ফেলোশিপ চার্চে মমতা বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম আমি এটা বলব না, কিন্তু এটা একটা জুমলা সরকার। গতকালও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে

কেন্দ্রের বৈঠক হয়েছে। এখানে নিরপেক্ষতা কোথায়? নিরপেক্ষ নির্বাচন মানে গণতন্ত্রে সবাইকে ন্যায়বিচার পেতে হবে। আমরা কোনো ধরনের ত্রাণ দিয়ে পক্ষপাতিত্ব করি না। আমাদের সরকার মানবিক। প্রধানমন্ত্রী কীভাবে তাঁর কর্মীদের গিয়ে টাকা দিতে বললেন? আমি আমার দলের কর্মীদের এই ধরনের কিছু করতে বলিনি। বিজেপি কখনও প্রয়োজনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি।'
পশ্চিমবঙ্গের ৪২ টি লোকসভা আসনে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সাত ধাপে অনুষ্ঠিত হবে, যা ১৯ এপ্রিল শুরু হয়ে ১ জুন শেষ হবে। ভোট গণনা হবে ৪ জুন। তৃণমূল কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনের জন্য ৪২ জন প্রার্থীর জন্য প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির সাথে কোনও জোট হয়নি।
অন্যদিকে, এদিন ঝড়ে দুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, তাদের কাছে পর্যাপ্ত খাবার নেই। যদিও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ত্রাণের অভাব হবে না। জানা গেছে, বুধবার সকালে জেলাশাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপতকে সঙ্গে নিয়ে ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিস গ্রামে যান। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ত্রাণ দিতে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তাঁরা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ময়নাগুড়ির থানায় আইসি। পরিস্থিতি ঘোরালো হওয়ার আগে তা সামাল দেন পুলিশ সুপার।
এ দিন বার্নিস কালীবাড়ি এলাকায় জেলাশাসক শামা পারভিন ও পুলিশ সুপার ত্রাণ নিয়ে পৌঁছালে সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের অভিযোগ, এই ক'দিন খাবার আসেনি, এলাকায় কেউ আসেনি। প্রথম দিন ত্রিপল আর শুকনো খাবার দেওয়া হলেও পরে কোনও খাবার আসেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ, এ দিন প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার ত্রাণ নিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছেন।

মুসলিম ভেবে এক ব্যক্তিকে পুলিশের সামনেই মারধর করল দাঙ্গাবাজ বিট্টু বজরঙ্গি

আপনজন ডেস্ক: এক ভিডিওতে নুহ হিংসায় অভিযুক্ত গোরক্ষক বিট্টু বজরঙ্গিকে পুলিশের সামনেই এক ব্যক্তিকে মুসলিম ভেবে লাঠি দিয়ে পেটাতে দেখা গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এরপর বজরঙ্গির বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে এবং পুলিশকর্মীকে সাময়িক বরখাস্ত করার কথা বিবেচনা করছে প্রশাসন। ঘটনা প্রসঙ্গে শ্যামু নামে আক্রান্ত ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, বিট্টু বজরঙ্গি নামে পরিচিত রাজকুমার পাঞ্চাল মুসলিম ভেবেছিলেন বলেই তাকে মারধর করা হয়েছে। শ্যামু জানান, তিনি যখন একটি মেয়েকে চকোলেট কিনতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কয়েকজন তাকে তুলে নিয়ে বজরঙ্গির বাড়িতে নিয়ে যায়। এই ঘটনার একটি ভিডিও ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ফরিদাবাদের সঞ্জয় এনক্লেভের বাসিন্দা শ্যামুকে মারধর করছে গোরক্ষক বিট্টু বজরঙ্গি এবং আরও কয়েকজন দুষ্কৃতী। সারন থানায় শ্যামুর দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, সোমবার এক মেয়েকে নিয়ে চকলেট কিনতে দোকানে যাচ্ছিলেন শ্যামু। তিনি বলেন, কিছু লোক তাকে ধরে বজরঙ্গির বাড়িতে নিয়ে যায় যেখানে তারা তাকে চেপে ধরে, লাঠি দিয়ে মারধর করে এবং তাকে হত্যার হুমকি দেয়। শ্যামু অভিযোগ করেন, মেয়েটি আমার মেয়ের মতো, কিন্তু কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে তারা আমাকে বিট্টু বজরঙ্গির বাড়িতে নিয়ে যায়, যিনি কোনও কারণ ছাড়াই আমাকে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক ভেবে মারধর করেছিলেন। শ্যামুর অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার বজরঙ্গি ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ (আঘাত করা), ৩৪১ (অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়া), ৫০৬ (অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন) এবং ৩৪ (সাধারণ উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিক ব্যক্তির দ্বারা করা কাজ) ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এফআইআর দায়ের করার পর ওই পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করার সুপারিশও ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। স্টেশন হাউস অফিসার সংগ্রাম দাহিয়া বলেন, আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি এবং শীঘ্রই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে। তিনি জানান, গত বছর হরিয়ানার নুহ্ শহরে হিংসার মামলায় গ্রেফতার হওয়া বজরঙ্গি জামিনে মুক্ত আছেন।

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে
Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য

- CBSE Curriculum ● অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা ● বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

Since 2011

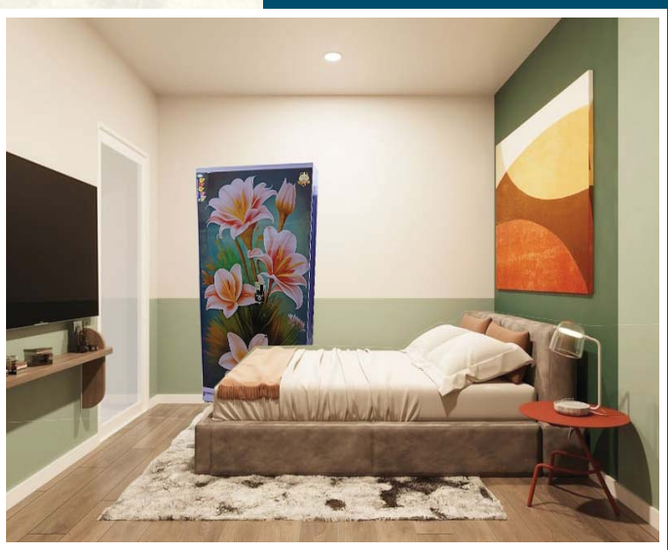

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি

পাউডার কোটেড

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

RIMEX
We Make Furniture For Needs

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
rimexsteelandironofficial@gmail.com

প্রথম নজর

বাইপাস সার্জারি রোগীর জন্য রোজাদারের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: গলসির পুরষা এলাকার শেখ সাগর আলী মানুষের বিপদে রক্তদান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বর্ধমানের টেরেসা হসপিটালে বাইপাস সার্জারির জন্য ভর্তি আছেন শেখ মনোয়ার। বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে খবর আসে শেখ মনোয়ার এর অবিলম্বে রক্ত লাগবে অপারেশনের জন্য।
অগত্য ডাক পড়ে সেই সাগর আলীর সাগর আলী রোজা ভেঙে মনোয়ারকে রক্ত দান করেন। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি রক্তদান করছেন এই নিয়ে ৭৭ বার রক্ত দান করা হয়ে গেছে। রক্তের প্রয়োজন আর বি পজেটিভ রক্ত দরকার তখনই ডাক্তারের সাগর আলীর কোনরূপ অন্যথা না করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যান রক্ত দিতে কোন স্বার্থের বিনিময় ছাড়া। তিনি বলেন, তার রক্তে মানুষের উপকার হয় এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া।
আগামীতেও তিনি রক্ত দিয়ে যাবেন এবং সাধারণ মানুষের প্রতি তার বার্তা রক্তদান করুন এতে আপনার শরীর সুস্থ থাকবে এবং এই রক্তের বিনিময়ে তিনজন মানুষের উপকার হবে।

ভারত জুট মিলে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: দীর্ঘদিনের বকেয়া বেতনের দাবিতে হাওড়ায় দাসনগরের ভারত জুটমিলে শ্রমিক বিক্ষোভ। কর্তৃপক্ষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। খবর পেয়ে মিলে এসে পৌঁছায় দাসনগর থানার পুলিশ। পুলিশ বিক্ষোভ তুলতে গেলে পুলিশের সাথেও শ্রমিকদের বচসা শুরু হয়। শ্রমিকদের সাত মাসের বেতন-সহ প্রভিডেন্ট ফান্ড এর টাকা না মেলায় চলছে বিক্ষোভ।

সামশেরগঞ্জে ঈশা খান চৌধুরীর সঙ্গে ভোট প্রচারে সিপিএম

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামশেরগঞ্জে ভোট প্রচারে ঝড় তুললেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ঈসা খান চৌধুরী। বুধবার সকাল থেকেই সামসেরগঞ্জের ভাসাইপাইকর এবং দোগাছি অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট প্রচার করেন তিনি। কংগ্রেস প্রার্থীর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি এবং এলাকায় গিয়ে ভোট প্রচার করতে সঙ্গ দেন সামশেরগঞ্জের সিপিআইএমের প্রাক্তন বিধায়ক তোয়াব আলি, ধুলিয়ান এরিয়া কমিটির সম্পাদক মোদাসসার হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি ইমাম সেখ এবং কংগ্রেসের ব্যাপক কর্মী সমর্থক। তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে মানুষের কাছে হাত চিহ্নে ভোট দেওয়ার আহবান জানান কংগ্রেস প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরী। এদিন ঈসা খান চৌধুরীর ভোট প্রচারকে ঘিরে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়।

অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী না দিতে পারায় ডায়মন্ডহারবারে বিরোধীদের প্রচার নেই

নকীবউদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা চারটি লোকসভা কেন্দ্রে ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর, জয়নগর ও যাদবপুর। আর সেই চারটি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা করে প্রচার শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিরোধীরা কেউ প্রার্থী ঘোষণা করতে পারল না আজও পর্যন্ত। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফলে এখনো পর্যন্ত বিরোধীরা প্রার্থী না ঘোষণা করায় বিরোধীদের কর্মীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে।
ইতিমধ্যেই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বত্র স্তরে প্রচার শুরু হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভা ধরে তিন দিন একটি নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করে সেই বৈঠকের বেশ কিছু গাইডলাইন তৈরি করে দেয় আর সেই মতন, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে প্রতিটি অঞ্চলে বুথের মানুষের সঙ্গে কথা বলছে ,তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনছে এবং সেটাকে নোট ডাউন করছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকরা। একদিকে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা তে জোড় কদমে চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের ,অন্যদিকে বিরোধীরা তাদের প্রচার পর্ব শুরু করতে পারছে না , কারণ প্রার্থী নেই এর ফলে বিরোধীদের নিচুস্তরের অনেক কর্মীরা মনোমল ভেঙে ফেলেছে ।এখন থেকেই তারা হেরে বসে আছে ,বিভিন্ন চা দোকানে আড্ডাখানায় শোনা যায় বিরোধীদের কর্মীদের এমন ও মন্তব্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবে তাই প্রার্থী দিতে ভয় পাচ্ছে কাকে প্রার্থী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। ফলে তাদের ভোট টা কি হবে তারাও জানতে পারছে না, হাসির ছলে অনেকেই বলে ফেলছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন জিতবে তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে ভোট টা দেওয়া উচিত।
ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বার বার নওশা সিদ্দিকী নির্বাচনীয় দিন ঘোষণার আগে দাঁড়াবার জন্য সংবাদ মাধ্যমের কাছে একাধিকবার প্রকাশ করেছে তবে নির্বাচনীয় দিন ঘোষণার পরেও কেন এখনো তিনি প্রার্থী হচ্ছেন না তাহলে তিনি কি ভয় পেয়ছে ? নাকি সিপিএমের সঙ্গে বোঝাপড়া হচ্ছে না এটাই এখন প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে।তবে সিপিএমের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে, কংগ্রেস তো নেই বলেই চলে, তাই তারা অনেক আগে থেকেই চুপ করে আছে।, একদিকে নওশাদ সিদ্দিকী দাড়ানো নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সবটা কি ভাওতা নাকি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাছে মাথা নত করতে হবে তাদের ,এমনটাই মনে পড়ছে রাজনৈতিক মহল।
ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ বলেন, বিরোধীরা প্রার্থী দিল কি না দিল তাতে আমাদের কোন যায় আসে না আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন মানুষের সাথে কথা বলতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানুষের কাছে যেতে ,মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে, তাদের সেই সব অভাব অভিযোগ যাতে সমাধান করা যায় সে ব্যাপারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবস্থা নেবেন বলেছেন। সেই কারণে লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকরা অঞ্চলে অঞ্চলে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঈদের জন্য পরীক্ষা সূচি বদল হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ঈদের আগের দিন পরীক্ষা নিয়ে প্রথম থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ ক্ষুব্ধ ছিল। তারপরেই নির্দেশিকা দিয়ে দিন বদল হল পরীক্ষার। বুধবার থেকেই শুরু হয়েছে পরীক্ষা। নতুন নির্দেশিকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন ও ঈদের কারণে কয়েকটি পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন করা হচ্ছে। আগামী ১৩ এপ্রিলের পরীক্ষা হবে ২৩ এপ্রিল। ১৮ এপ্রিল যে পরীক্ষাগুলি নেওয়ার কথা ছিল তা নেওয়া হবে ২৪ এপ্রিল। ১৯ এপ্রিলের পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করে হয়েছে ৩০ এপ্রিল। ২০ এপ্রিলের পরীক্ষাগুলি হবে ২৯ এপ্রিল। তবে পরীক্ষার দিন পরিবর্তন হলেও স্থান এবং সময় অপরিবর্তিত থাকছে বলেই জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গার্ডেনরিচের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে চুঁচুড়ায়!

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: কলকাতার পর এবার চুঁচুড়া প্রোমোটারের দোষে বিপদের মুখে পপড়তে চলেছে ২ তলা বাড়ি। কয়েকদিন আগেই আমরা দেখেছিলাম গার্ডেনরিচের একটি নির্মীয়মান বাড়ি ভেঙে বেশ কয়েকজনকে মারা যেতে, আবারো তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভায়। হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের খাদিনা মোড় সংলগ্ন একটি ইলেকট্রনিক শোরুম এর পাশে ফাঁকা জায়গায় চলছিল প্রমোটিং কাজ। কাজ চলাকালীন জেসিবি দিয়ে মাটি খুঁড়তে গিয়েই হয় বিপত্তি, পাশের একটি দোতলা বাড়ির ভিত থেকে বিশাল ফাটল দেখা যায়। ফাটল সৃষ্টি হয় দোতলা বাড়িতেও। জানা যাচ্ছি একদিন আগেই জেসিবি দিয়ে মাটি খোঁড়ার সময় পাশের দোতলা বাড়ির সীমানা প্রাচীর ভেঙে পড়ে যায়। তারপরেও কাজ চলতে থাকে। রীতিমতো সীমানা প্রাচীরের ধার থেকে দোতলা বাড়ির ভিতের গোড়া অব্দি, মাটি সরে যায় বলেই জানা যাচ্ছে। দোতলা বাড়িতে শুধুমাত্র দুজন মহিলার বাস করেন। বাড়ি মালিক জানান যখন প্রোমোটিং এর কাজ হচ্ছে তখন কোন ছাড় না দিয়ে কি করে আমাদের সীমানার গা থেকে মাটি কাটতে পারে। এলাকায় এসে পৌঁছান ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রত্না অধিকারী। তিনি বলেন, সত্যিই খুব বিপদজনক অবস্থা। খবর পেয়ে এলাকায় এসে পৌঁছান চুচড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার।
তিনি বলেন, পুলিশকে জানিয়েছি এবং পৌরসভা কেও জানিয়েছি, প্রোমোটারের বাড়ির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও পরিস্থিতি ঘোরালো হওয়ার আশঙ্কায় এলাকা ছেড়ে পালায় প্রোমোটার।

তারাপীঠে ভোটের রণকৌশল সম্পর্কিত আলোচনা সভায় অভিষেক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: আসন্ন লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষিত হতেই রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা সব মাঠে ময়দানে অবতীর্ণ। কাঠফাটা রৌদ্র মাথায় নিয়েই প্রচার কার্যে সময় নষ্ট করতে নারাজ দলের উর্ধ্বতন নেতৃত্ব।
সেই রূপ পরিস্থিতিতে প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করেই বুধবার বীরভূমের মাটিতে পৌঁছন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
এদিন মূলত আসন্ন লোকসভা ভোটের রণকৌশল ঠিক করতেই তারাপীঠের একটি বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন।
বুধবার বেলা একটা দশ নাগাদ তারাপীঠ সংলগ্ন চিলের মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার নামে। সেখান থেকে সড়ক পথে সরাসরি উক্ত বেসরকারি অনুষ্ঠান ভবনে পৌঁছান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার ড. আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা ও বিকাশ রায় চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। সেখানেই কিছুক্ষণ তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কোর কমিটির পাঁচজন (ফাইভম্যান) সদস্য সহ জেলা সভাধিপতি কাজল সেখকে নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা পর্ব সারেন। পরবর্তীতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক হয় প্রায় দুই ঘন্টা ধরে। দলীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন বৈঠকে প্রায় একশো তিয়াত্তর জন কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন উপরিউক্ত জেলা নেতৃত্ব সহ কিছু অঞ্চল সভাপতি, ব্লক সভাপতি, ছয়টি পুরসভার চেয়ারম্যান, কিছু কর্মাধ্যক্ষ, দুই লোকসভার নির্বাচন কমিটির সদস্য ও দুই প্রার্থী। তারপরই বিকেলে মন্দিরে মা তারার পুজো দিতে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাউ দাউ করে জ্বলছে সোনামুখীর জঙ্গল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ভোটের বাজারে এ-এক অন্য চিত্র। একটা মন ভালো করা ছবি। দাও দাও করে জ্বলছিল সোনামুখীর জঙ্গল। স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসছিলেন সোনামুখী ব্লকের খাগ জুনিয়ার হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সৌম কর্মকার। নজরে আসে জঙ্গলে আগুন লাগার দৃশ্য। প্রাণপন ছুটে আসে স্কুলে ঘটনার কথা জানাই সহপাঠীদের এবং স্কুলের শিক্ষকদের। সময় অপচয় না করে স্কুল থেকে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে ছুটতে থাকে ছাত্র-ছাত্রীরা এবং শিক্ষকরা। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই দিয়েই আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ছাত্রছাত্রীরা এবং শিক্ষকরা। দেখা যায় কেউ গাছের ডালা ভেঙে কেউ ধুলোবালি দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে খুদে পড়ুয়ারা। প্রায় দেড় ঘন্টার প্রচেষ্টায় অবশেষে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে, এরপর দীর্ঘ সময় পরে ঘটনাস্থলে আসে বনদপ্তরের কর্মীরা। তবে কে বা কারা এই আগুন লাগিয়েছে তা জানা না গেলেও প্রাথমিকভাবে অনুমান কোন অসাধু ব্যক্তি এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। খাগ জুনিয়র হাই স্কুলের খুদে পুরুষদের দাবি এইভাবে জঙ্গলে আগুন লাগালে পরিবেশে অক্সিজেনের ঘাটতি হবে। ছোট চারা গাছ নষ্ট হবে। মৃত্যু হবে জঙ্গলের পশু পাখির থেকে শুরু করে ছোট ছোট প্রাণীদের । স্কুলে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশ সম্বন্ধে এতটা সচেতন দেখে খুশি এলাকার মানুষজন।

রোড শো, মিছিলে প্রচার খলিলুরের

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: এবার জঙ্গিপুর লোকসভার শেষ প্রান্ত নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলে পদযাত্রা করে ভোট প্রচার সারলেন খলিলুর রহমান। এক সঙ্গে অংশ নেন তৃণমূল ও যুব তৃণমূল নেতৃত্বরা।
এদিন তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানের সঙ্গে ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল ,জেলা পরিষদ সদস্য রাজীব হোসেন, জঙ্গিপুর সংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কামাল হোসেন, অঞ্চল সভাপতি সুবীর কুমার সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। জানা যায় বুধবার ৯ নম্বর জঙ্গিপুর লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান নবগ্রাম বিধানসভার বহরমপুর পশ্চিম ব্লকের নিয়াল্লিসপাড়ায় ভোট প্রচার করলেন । ভোট প্রচার করা হয় গাড়ি ও বাইক র‍্যালির মাধ্যমে। মঙ্গলবার নবগ্রামে রোড শো করে তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান। এবং প্রচুর মানুষের ছাড়া পান বলেও দাবি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। এদিন নিয়াল্লিশপাড়া অঞ্চলের লক্ষণপুর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন গ্রামে র‍্যালি করে ভোট প্রচার করা হয়। অংশ নেন স্থানীয় নেতৃত্ব সহ তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এছাড়াও বহরমপুর পশ্চিম ব্লকের এলাকায়ও প্রচারে অংশ নেন তৃণমূল প্রার্থী।

আগুনে পাঁচ বিঘা গমের জমি ভস্মীভূত

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: এলাকাবাসীর অসচেতনতার কারণে গমের নাড়া পুড়াতে গিয়ে গমের ক্ষেতে আগুন লেগে ভস্মীভূত হয়ে গেল সাড়ে পাঁচ বিঘা জমির গম।বুধবার পরপর দুটি অগ্নিকাণ্ডে সাতজন চাষির গম পুড়ে ছাই হয়ে যায়।প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে এদিন সকাল ১০ টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের জনমদোল মাঠে।ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুই চাষি।নাম মহম্মদ অসিমুদ্দিন ও সলিমুদ্দিন।যদিও এলাকার চাষীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসলেও ততক্ষণে দুই চাষির মোট দেড় বিঘা জমির গম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,এদিন সকাল ১০ টা নাগাদ ওই কৃষি জমির মাঠে মহম্মদ আসিরুদ্দিন তার জমিতে পড়ে থাকা গমের নাড়াতে আগুন ধরিয়ে দেন।পশ্চিমা বাতাসের জেরে সেই আগুন ছড়িয়ে যায়।পাশের অসিমুদ্দিন ও সলিমুদ্দিনের শুকনো পাকা গমে নিমেষেই আগুন ধরে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে পার্শ্ববর্তী কৃষি জমির চাষিরা দৌড়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করলেও ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গম। এদিন দুপুরে আঙ্গারমুনি গ্রামের মাঠে একই কান্ড ঘটে।

গরমে জেলায় জল ও বিদ্যুৎ বজায়ে নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ধূপগুড়ি

আপনজন: প্রবল গরমে গোটা বঙ্গের মানুষ নাজেহাল। এর মধ্যে যাতে কোথাও বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহে কোন বিঘ্ন না ঘটে সে কথা মাথায় রেখে গরমের শুরুতেই বিশেষত কথা মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করল নবান্ন। বুধবার নবান্ন থেকে চেলায় জেলায় নির্দেশ পাঠিয়ে বলা হয় গরমের মধ্যে বিদ্যুৎ এবং জল সরবরাহতে যাতে কোথাও কোন সমস্যা তৈরি না হয় তা জেলা প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে। ওই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে প্রতিটি জেলার জেলা শাসকদের। নবান্ন থেকে ওই নির্দেশ নামায় বলা হয়েছে জেলা শাসকরা বিদ্যুৎ দপ্তরে আধিকারিক এবং জনস্বার্থে কারিগরি দপ্তরে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে দুটি সরবরাহ যাতে অগণ্য থাকে তার জন্য যেন আগাম ব্যবস্থা সমস্ত রকমের গ্রহণ করে। জনস্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করার পাশাপাশি আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন থেকে পাঠানো ওই নির্দেশিকায় পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়া বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের জলসম্পদ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে প্রয়োজনে এলাকায় এলাকায় জলের ট্যাংক পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত ভোটের হিংসার হিসাব তলব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: চব্বিশের লোকসভা ভোট যথাসম্ভব রাজনৈতিক হিংসামুক্ত রাখতে বেনজির পদক্ষেপ করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া গেল বুধবার। চিফ ইলেক্টোরাল অফিস তথা সিইও দফতর থেকে সব জেলাগুলিকে এদিন নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত ভোটে বিধানসভা আসন ধরে ধরে যেখানে যত হিংসার ঘটনা ঘটেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত পরিসংখ্যান ও তথ্য পাঠাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। জানা গেছে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাংলায় ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসের অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে কমিশন। ব্যালট ভাঙচুর থেকে শুরু করে ভোট লুঠের অভিযোগ। একইসঙ্গে ব্যালটে কারচুপি সহ পোলিং এজেন্টদের মারধরের অভিযোগ। রাজ্যের প্রতিটি জেলাভিত্তিক সন্ত্রাসের অভিযোগের রিপোর্ট তলব করল কমিশন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সন্ত্রাসের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।

অগ্নিকাণ্ডের জেরে ভস্মীভূত এক বৃদ্ধার ঘর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: অগ্নিকান্ডের জেরে পুড়ল এক বৃদ্ধার ঘর। সর্বস্ব হারিয়ে সর্বস্বান্ত বৃদ্ধা মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মালদহের মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর ফতেনগর এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ। জানা গেছে, বুধবার দুপুরে বৃদ্ধা মহিলা গুল্ল মন্ডল উনুনে দুপুরের খাবার রান্না করছিল। আর সেই উনুনের আগুন থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে।
আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পরে গোটা ঘরে। আগুনের তীব্রতায় ঘরের ভিতরে থাকা আসবাবপত্র, জামাকাপড়, খাদ্য সামগ্রী এবং নগদ টাকা পুরে যায় বলে জানা গেছে। বৃদ্ধা মহিলার চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসে এবং আগুন নিভানোর কাজে ঝাপিয়ে পরে।
স্থানীয় লোকজনের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। সর্বস্ব হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বৃদ্ধা মহিলাটি। বর্তমানে তাকিয়ে সরকারি সাহায্যের দিকে।

জয়নগরে পথশ্রী প্রকল্পে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ করার অভিযোগ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: বাচ্চারা খেলার ছলে তুলে ফেলছে নতুন রাস্তার পিচ! নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তার কাজ করার অভিযোগ জয়নগরে। রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তাটি তৈরি হয়েছিল।কিন্তু নতুন রাস্তায় চলতে গিয়েই গোলমাল টের পান খোদ গ্রাম বাসীরা। দেখা যায়, সামান্য আঙুলের খোঁচাতেই উঠে আসছে রাস্তার পিচের আস্তরণ।দূর থেকে দেখলে মনে হবে রাস্তায় পিচের মখমল বিছানো। কিন্তু রাস্তায় এক পা দিলে মুহূর্তে এসে পড়বেন বাস্তবের রুক্ষ জমিতে।রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা খরচ করে এক কিমির সামান্য বেশি রাস্তা তৈরি করা হয়েছিলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভার জয়নগর ২ নং ব্লকের বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সেই রাস্তা উপর উপর দেখতে চমৎকার হলেও,আদতে সামান্য চেষ্টাতেই উঠে আসছে আস্ত পিচের আস্তরণটাই।আর নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা তৈরি করার অভিযোগ তুললো গ্রামবাসীরা।জয়নগর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির অধীন বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের খোলাখালী হাট থেকে মোস্তফা শেখের বাড়ি পর্যন্ত পথশ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত ১,১০০ মিটার পিচের রাস্তা নির্মাণ হয়েছে। এ জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ৩১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৯৮ টাকা। রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে যথা সময়েই। দূর থেকে দেখলে মনে হবে অত্যন্ত সুন্দর পিচের রাস্তা। কিন্তু তাতে চলাফেরা করতে গিয়েই রহস্যভেদ হয়। স্থানীয়রা দেখতে পান, মাটির উপরে সামান্য পিচের প্রলেপ দিয়ে কোনও রকমে রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে। অবস্থা এমনই যে, আঙুল দিয়ে সামান্য খোঁচালেই নতুন রাস্তা থেকে উঠে আসছে পিচের আস্তরণ। তার পরেই ঝুরঝুরে হয়ে তা ভেঙে পড়ছে। যা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। নতুন রাস্তায় কেন এমন হবে, সেই প্রশ্ন করতে থাকেন পঞ্চায়েতের সদস্যদের।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন ,পিচের রাস্তা এ ভাবে উঠে যায় কোন ও দিন দেখিনি।বাচ্চারা আঙুলে খোঁচা মারছে, আর পিচের আস্তরণ হাতে উঠে আসছে। প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, এই রাস্তার এই পিচ তুলে নতুন করে তৈরি করে দিতে হবে।এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল বলেন,বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।তবে এ ব্যাপারে জয়নগরের ২ নং ব্লকের বিডিও মনোজিত বসু অবশ্য ভোটের আচরণ বিধি চালু হওয়ায় কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

প্রথম নজর

রমজানের শেষ দশকে মক্কার মসজিদুল হারামে ১৫ লাখের বেশি মুসল্লি

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র রমজান মাসের শেষ দশকে শুরু হয়েছে ইতিকাফ। এ সময় সারা বিশ্বের সব মসজিদে অবস্থান করেন রোজাদার মুসলিমরা, বিশেষত সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনার পবিত্র দুই মসজিদে ভিড় করে অনেকে।

এ সময় পবিত্র মসজিদুল হারামে অবস্থান করছে ১৫ লাখের বেশি মুসল্লি। তারা তারাবি, কিয়ামুল লাইলসহ (তাহাজ্জুদের নামাজ) বিভিন্ন ইবাদতে নিমগ্ন থেকে সময় কাটাচ্ছেন।

অনেকে পবিত্র ওমরাহ পালন করছেন। গতকাল শনিবার ২৭ মার্চ থেকে পবিত্র দুই মসজিদে নিবন্ধনের মাধ্যমে হাজার হাজার মুসল্লি ইতিকাফ শুরু করে।

পবিত্র মসজিদুল হারামে আধ্যাত্মিক আবহে মুসল্লিদের নামাজ সম্পন্ন করতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ, মসজিদ প্রাঙ্গণ ও হারামাইনের প্রবেশপথগুলোতে ভিড় নিয়ন্ত্রণে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এরই মধ্যে দুই মসজিদে রমজানের প্রথম দুই দশকের পর তৃতীয় দশকের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

এদিকে মুসল্লিদের যাতায়াত সুনিশ্চিত করতে পবিত্র দুই মসজিদের পরিচালনা পর্ষদের সমন্বয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কাজ করছে। প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা মসজিদুল হারামের পরিচ্ছন্নতা অভিযানে কাজ করছেন চার হাজারের বেশি কর্মচারী। দুই শতাধিক কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে তাঁরা এসব কাজ সম্পন্ন করছেন।

এ সময় তাঁরা তিন হাজার ৫১৬টি টয়লেট, ৯ হাজার ১৫৫টি জমজম পানির কনটেইনার, মসজিদ প্রাঙ্গণে ৩৫ হাজারের বেশি নতুন কার্পেট, তিন হাজার হ্যান্ড কার্টস, দুই হাজার বৈদ্যুতিক গাড়ি ও ছয় হাজার ভেহিকল পুশার রক্ষণাবেক্ষণে কাজ করছেন।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে এক কোটি ৩০ লাখ ৫৫ হাজারের বেশি মুসলিম ওমরাহ পালন করেছে, যা ছিল সৌদি আরবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যা। আগামী হজ মৌসুম শুরুর আগেই দুই কোটির বেশি মুসল্লি ওমরাহ পালন করবেন বলে আশা করছে সৌদি আরব।

অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল পবিত্র কাবার আকাশে

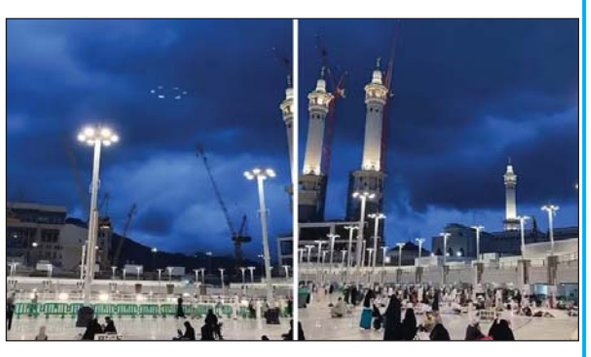

আপনজন ডেস্ক: ইসলামের পবিত্র ভূমি কাবা শরীফে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) সকালে কাবার আশপাশ ও সেখানকার আকাশ নীল আকার ধারণ করেছিল, যা দেখে চোখ জুড়িয়েছে সেখানে উপস্থিত মুসল্লিদের।

কাবাভিত্তিক ওয়েবসাইট 'ইনসাইড দ্য হারামাইন' প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সকালের স্নিগ্ধতায় অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে কাবা ও আশপাশের অঞ্চল।

অন্য সময় কাবা লোকে লোকারণ্য থাকলেও সকাল বেলা এটি প্রায় খালি ছিল। ঐ সময় সেখানে অনেককে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। যা মনে হচ্ছে, তারা হয়ত পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। সকালে এমন সুন্দর দৃশ্যের পর কাবা ও আশপাশে বৃষ্টি ঝরে। তবে বৃষ্টিও মুসল্লিদের জন্য কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। হাজার হাজার মুসল্লি রমজানের অন্যান্য দিনের মতো কাবায় এসে ভিড় করেন।

গত ১১ মার্চ সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়। দেখতে দেখতে রমজান প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। রমজানের শুরু থেকেই কাবাতে প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ নামাজ ও ওমরাহ করতে এসেছেন।

রমজানের প্রথম ১৫ দিনে কাবায় অন্তত ৮০ লাখ মুসল্লি নামাজ আদায় করেছিলেন। দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এ সংখ্যা আরো বেড়েছে।

নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন মুসলিম নেতারা, হোয়াইট হাউসের ইফতার বাতিল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের শুরু থেকেই দখলদার ইসরায়েলকে একতরফা অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। যুদ্ধে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হলেও এই সহায়তা বন্ধ কিংবা স্থগিত করেনি ওয়াশিংটন। ইসরায়েলকে লোক দেখানো সমালোচনা করলেও ঠিকই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসন।

আর এতেই বাইডেনের ওপর ক্ষুব্ধ মার্কিন মুসলিম সম্প্রদায়।

এ কারণে চলতি বছরের পবিত্র রমজান মাসে মুসলিম নেতাদের ইফতারের দাওয়াত দেওয়া হলেও তা নাকচ করে দিয়েছেন তারা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা অংশগ্রহণ না করায় শেষ পর্যন্ত ইফতার আয়োজন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে হোয়াইট হাউজ।

মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) এ বিষয়ে জানাশোনা আছে এমন দু'জন কর্মকর্তার বরাতে এসব তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আল-জাজিরাকে সূত্র দুটি জানিয়েছে, মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজে ইফতার আয়োজন করার কথা ছিল। তবে মুসলমান নেতাদের এতে যোগদানের বিষয়ে আগেই সতর্ক করে দেন সম্প্রদায়ের মানুষজন। এ কারণে হোয়াইট হাউজের ইফতার বাতিল করতে হয়েছে।

আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস কাউন্সিলের (সিএআইআর) উপ-পরিচালক এডওয়ার্ড আহমেদ মিচেলও বলেছেন, অনেকে ইফতারে থাকবেন না বলে জানিয়ে দেন। শুরুর দিকে নেতারা যোগ দেওয়ার কথা বললেও শেষে তারা মানা করে দেন। এই জন্য এই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমেরিকান মুসলিম সম্প্রদায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে হোয়াইট হাউজ গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণকে হত্যা এবং অনাহরে রাখতে ইসরায়েল সরকারকে সহায়তা করছে তাদের সঙ্গে ইফতার করা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য হবে।

গাজা যুদ্ধ নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের নীতি ঘিরে এরইমধ্যে মার্কিন মুসলিমদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে। কয়েক মাস পরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। তাদের এই ক্ষোভ ব্যালটে বাইডেনের বিপক্ষে কাজ করতে পারে বলেই সতর্ক করছেন বিশ্লেষকরা।

মুসলিম সেনাদের জন্য আলেম নিয়োগ করছে জার্মানি

আপনজন ডেস্ক: জার্মান সেনাবাহিনীর মুসলিম সদস্যরা এতকাল খ্রিস্টান বা ইহুদিদের মতো 'পাস্টোরাল কেয়ার' বা প্রয়োজনে নিজ ধর্মের বিশ্বাসী ধর্মগুরুর সহায়তা নেয়ার সুযোগ পাননি। এক সময় অবিশ্বাস্য শোনালেও এখন সেই অবস্থায় পরিবর্তন আসছে।

জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর সংসদীয় কমিশনার এফা হ্যোগল সেনাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তার তৃতীয় বাৎসরিক প্রতিবেদনে মুসলমানদের জন্যও 'মিলিটারি চাপল্যান্সি' বা ধর্মগুরুর সহায়তার দিকে গুরুত্ব দেন। অতীতে যে দলই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিল, তারাই এই বিষয়টিকে অসম্ভব মনে করেছিল। ফলে বছরের পর বছর জার্মান সামরিক বাহিনীতে মুসলিম ধর্মগুরুদের সেবা দিতে দেখা যায়নি। মধ্যবাম সামাজিক গণতন্ত্রী দল এসপিডির হ্যোগল এই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনতে চান। তিনি মনে করেন যে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সেনাদের জন্য এটা না থাকাটা খুবই অসন্তোষজনক ব্যাপার। তাই তিনি দ্রুত এক্ষেত্রে যোগ্যদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হ্যোগল গতবছর দক্ষিণপূর্ব তুরস্কে ভূমিকম্পের পর জার্মান সেনাদের সেখানে উদ্ধার তৎপরতায় যুক্ত হওয়ার কথা স্মরণ করেন। সেখানে মোতায়েন করা সেনাদের মধ্যে মুসলমান সেনারাও ছিলেন। তাসত্ত্বেও সেখানে দুই অমুসলিম সামরিক ধর্মগুরু 'পাস্টোরাল কেয়ার' দিয়েছেন। ডয়চে ভেলের এক প্রশ্নের জবাবে জার্মানির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে ২০২৩ সাল অবধি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বেশ কয়েকবছর ধরেই মুসলিম সেনাদের জন্য আলাদা 'পাস্টোরাল কেয়ার' চালুর বিষয়টি জার্মান সামরিক বাহিনীতে আলোচিত হয়েছে। ক্যাথলিক এবং ইহুদি সামরিক ধর্মগুরুরাও এই প্রয়োজনীয়তার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং নরওয়ের সামরিক বাহিনীতে ইসলামী ধর্মগুরু রয়েছেন। তাদের অধিকাংশের সামরিক ইমামও রয়েছে।

জার্মানিতে এক্ষেত্রে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় ঘাটতি আছে কারণ এদেশে এমন কোনো সংগঠন নেই যেটি সব ইসলামি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। সেই তুলনায় ২০১৯ সালে জার্মানির 'সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব জিউস' এর সহায়তায় জার্মান সামরিক বাহিনীতে ইহুদি সামরিক ধর্মীয় সেবা চালু করা হয়। কাউন্সিলটি সব ইহুদি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। আর জার্মান সামরিক বাহিনীতে ৫০০-র মতো ইহুদি সেনা রয়েছে বলে ধারনা করা হয়।

জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র ডয়চে ভেলেকে নিশ্চিত করেছেন যে মার্চের মাঝামাঝি সময় থেকে সামরিক বাহিনীতে মুসলমানদের জন্য 'পাস্টোরাল কেয়ার' চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি দূতাবাসের কনস্যুলার বিভাগে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক হয়েছে।

মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে ইরানের উপ স্থায়ী প্রতিনিধি জাহরা এরশাদি ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নিন্দা করার জন্য বিশ্ব সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইহুদিবাদী ইসরায়েল দয়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে আঞ্চলিক সংঘাতের বিস্তার ঘটাতে চাইছে। ইসরায়েল নিরাপত্তা পরিষদে পাস হওয়া প্রস্তাব অস্বীকার করে এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার প্রতি সে অবজ্ঞা দেখায়। জাহরা এরশাদি আরো বলেন, সোমবার ইসরায়েল কন্সুলেট ভবনে হামলা চালিয়ে যে অপরাধ করেছে তা কূটনৈতিক নীতি এবং কনস্যুলার দায় মুক্তি নীতির চরম লঙ্ঘন। পাশাপাশি ১৯৬১ সালের কূটনৈতিক সম্পর্কের কনভেনশন, কনস্যুলার সম্পর্কের ১৯৬৩ সালের ভিয়েনা কনভেনশন এবং ১৯৭৩ সালের অপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশনকেও স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছে।

এদিকে, নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে মস্কো বলেছে, ইসরায়েলের পদক্ষেপ চলমান আঞ্চলিক সংঘাতকে আরো উসকে দেবে। ফলে অবিলম্বে এ ধরনের পদক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের "প্রকাশ্য লঙ্ঘনের" নিন্দা জানিয়ে, জাতিসংঘে রুশ রাষ্ট্রদূত ভ্যাসিলি নেবেনজিয়া নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বলেন, রাশিয়া মনে করে যে, ইসরায়েলের এই ধরনের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ সংঘাতকে আরো উস্কে দেয়ার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে এগুলো একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং অবশ্যই বন্ধ করা উচিত।

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে চীনের রাষ্ট্রদূত বলেন, ইসরায়েলের হামলা জাতিসংঘ সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন এবং সিরিয়া ও ইরান দুই দেশেরই সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন বলেও নিন্দা করেছেন। ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে গতকাল বিকেলে রাশিয়ার অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ঈদের নামাজ আদায়ে বিশেষ নির্দেশনা দিল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে সূর্যোদয়ের ১৫ মিনিট পর পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করতে হবে। এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছেন দেশটির ইসলামবিষয়কমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিন আবদুল আজিজ আল শেখ।

সংবাদমাধ্যম সৌদি গেজেটের প্রতিবেদনে বলা হয়, মন্ত্রী এরইমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে নির্দেশনার পত্রটি পাঠিয়েছেন।

মুসল্লিরা যাতে আরামদায়ক আবহাওয়ায় নামাজ আদায় করতে পারেন সেজন্য এমন সিদ্ধান্ত বলে জানা গেছে।

মন্ত্রীর জারি করা নির্দেশনায় বলা হয়, খোলা মাঠে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করতে হবে। তবে যেসব এলাকায় তা নেই সেখানে মসজিদে নামাজ আদায় করা যাবে।

আরো বলা হয়, ঈদের নামাজ মুসল্লিরা যাতে নির্বিঘ্নে ও আরামে আদায় করতে পারেন, সে জন্য আগে থেকে সংশ্লিষ্ট মাঠ ও মসজিদ পরিষ্কার রাখতে হবে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ প্রাথমিক প্রস্তুতির নির্দেশ দেন ইসলামবিষয়কমন্ত্রী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইরানি কনস্যুলেটে হামলার কঠোর জবাব দেওয়া হবে: রাইসি

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে সন্দেহভাজন ইসরায়েলি বিমান হামলার কঠোর জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি। ইসরায়েলের এই বিমান হামলায় আইআরজিসির ৭ সেনা কমান্ডারসহ ১১ জনের প্রাণহানী ঘটেছে। মঙ্গলবার (২ মার্চ) তিনি এই সতর্কবার্তা দেন বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে জানানো হয়েছে।

রাইসি বলেছেন, 'প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সঙ্গে না পেরে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ইহুদিবাদী ইসরায়েলি শাসক তার এজেন্ডার আওতায় অন্ধ হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে। তাদের অবশ্যই জানা উচিত, দেশটি কখনই তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না এবং এই কাপুরুষোচিত অপরাধের মোক্ষম জবাব দেওয়া হবে।'

দীর্ঘদিন ধরে সিরিয়ায় ইরানের সামরিক স্থাপনা এবং দেশটির প্রক্সিদেরকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। তবে সোমবারের ওই হামলা প্রথমবারের মতো দূতাবাস প্রাঙ্গণে আঘাত হেনেছে।

এদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে দেওয়া এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ইরানের দূতাবাস প্রাঙ্গণে হামলার ব্যাপারে ওয়াশিংটনের ধারণা ছিল না। ইরান যাতে এই হামলার প্রতিশোধে সিরিয়ায় অবস্থিত মার্কিন সেনা ঘাঁটিগুলোতে হামলা না চালায় তার জন্যও সতর্ক করেছে দেশটি।

গত জানুয়ারিতে সিরিয়ায় জর্ডান সীমান্তের কাছে এক মার্কিন ঘাটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল ইরানপন্থি যোদ্ধারা। সেই হামলায় তিনজন মার্কিন সেনা নিহত হয়। ইরাক এবং সিরিয়ায় অবস্থিত মার্কিন ঘাটিগুলো বিভিন্ন সময়ে ইরানপন্থি মিলিশিয়াদের লক্ষ্যবস্তু হয়েছে। এবারও আশঙ্কা করা হচ্ছে, ইরানের দূতাবাসে হামলার প্রতিশোধ নিতে ইরানপন্থি প্রক্সি গ্রুপগুলো ইসরায়েলের পাশাপাশি মার্কিন সামরিক সাথাপনায়ও হামলা চালাতে পারে।

জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্ট্রদূত রবার্ট উড বলেছেন, আমরা জড়িত নই এমন কোনো ঘটনায় যেন মার্কিন কর্মীদের ওপর আক্রমণ করা না হয়। আমি ইরান ও তার প্রক্সিদের পরিস্থিতির সুবিধা না নেয়ার জন্য আমাদের পূর্বের সতর্কতা পুনরাবৃত্তি করব।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৭ মি.

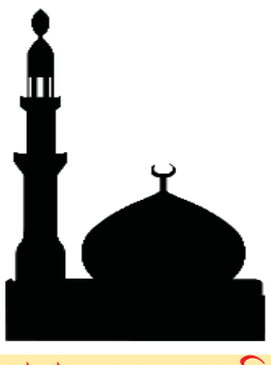

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০৪	৫ .২৬
যোহর	১১.৪৫	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৭	
এশা	৭.০৮	
তাহাজ্জুদ	১১.০২	

ইসরায়েলে হিজবুল্লাহর হামলা

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় ইসরায়েলের হামলায় ইরানের শীর্ষ কমান্ডার নিহত হয়েছে। সেই হামলার কিছুক্ষণ পরই ইসরাইলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালিয়েছে লেবাননের হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে ইরাকে প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো। সিরিয়ার দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের একটি মার্কিন সমর্থিত সেনাদের আস্তানাতেও হামলা চালানো হয়েছে। লেবাননের আল মায়াদিন টেলিভিশন জানিয়েছে, ইসরাইলের লিম্যান ব্যাটালিয়নের নবগঠিত প্রধান কার্যালয় লক্ষ্য করে হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছে।

জার্মানিতে ২০ হাজার হাতি পাঠানোর হুমকি দিল বতসোয়ানা

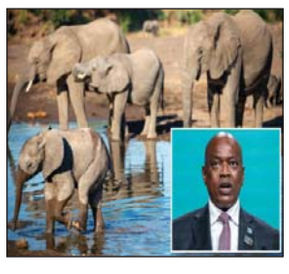

আপনজন ডেস্ক: জার্মানিতে ২০ হাজার হাতি পাঠানোর হুমকি দিয়েছেন পূর্ব আফ্রিকার দেশ বতসোয়ানার প্রেসিডেন্ট মোকগওয়েটসি মাসিসি।

মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) জার্মান সংবাদপত্র দ্য বিল্ডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই হুমকি দেন। বতসোয়ানায় বিশ্বের মোট হাতির এক-তৃতীয়াংশের বাস। সংখ্যার হিসেবে যা এক লাখ ৩০ হাজারের বেশি। তাই যুগের পর যুগ ধরে দেশটি ট্রফি হান্টিংয়ের চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর হান্টিং প্রতিযোগিতা শেষে এসব ট্রফির বেশির ভাগ যায় ইউরোপের দেশ জার্মানিতে। তবে এখন এসব ট্রফি আমদানিতে কড়াকড়ি আরোপের কথা ভাবছে দেশটি। এতেই জার্মানির ওপর চটেছেন বতসোয়ানার প্রেসিডেন্ট।

বিনোদনের নামে বন্যপ্রাণি শিকারের প্রথা ট্রফি হান্টিং নামে পরিচিত।

ট্রফি শিকারিরা সাধারণত বন্যপ্রাণির শরীরের বিভিন্ন অংশ, যেমন– মাথা, চামড়া, শিং ও দাঁত ইত্যাদি সংগ্রহ করে পরে নিজেদের বীরত্ব ও সফলতার প্রতীক হিসেবে প্রদর্শন করেন। আর এ ক্ষেত্রে তাদের কাছে শিকারের জন্য আফ্রিকার বিগ ফাইভ নামে পরিচিত সিংহ, মহিষ, হাতি, চিতাবাঘ ও গন্ডার বেশি জনপ্রিয়।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে স্পেনের উপর বেজায় ক্ষুব্ধ ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ এখনো ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। এবার সেই অচলায়তন ভেঙে ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে যাচ্ছে ইউরোপীয় দেশ স্পেন।

মঙ্গলবার (২ এপ্রিল) দেশটির প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ জানিয়েছেন, আগামী জুলাই মাসের মধ্যে ফিলিস্তিনিকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে তার দেশ। নিজের সঙ্গে জর্ডান সফরে যাওয়া সাংবাদিকদের এ কথা জানান স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী।

ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোকেও রাজি করানোর চেষ্টা করছে স্পেন। ইতিমধ্যে স্লোভেনিয়া, মাল্টা এবং আয়ারল্যান্ড এতে সম্মতি জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে এ চারটি দেশ একটি যৌথ বিবৃতি দেয়। এতে তারা জানায়, যখন উপযুক্ত সময় আসবে, তখনই ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়া হবে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এল পেইস জানিয়েছে, স্পেনের প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস- তারা যখন ফিলিস্তিনকে স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি দেবেন, তখন ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোও তাদের দেখানো পথে এগোবে।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

দারুল উলুম তাজবীদুল কোরান

(মাদ্রাসা ও মদিনা মিশন)

গ্রাম ও পোঃ- চৌহাটি, থানা সোনারপুর,

কলকাতা- ৭০০১৪৯ Regd.No.- ১০৩৩/০০২৪১

১। আরবী আওয়াল হইতে সোম জামাত (কাফিয়া)। ২। তজবীদ সহ হিফজ মোকাম্মাল। ৩। কেরাত বিভাগ হিফস মোকাম্মাল। ৪। কম্পিউটার শিক্ষা ৫ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। ৫। ট্রেলারের কাজ শেখানো হয়। ৬। আসর বাদ হইতে মগরিব পর্যন্ত। ৪র্থ শ্রেণি হইতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের পড়া পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ৭। চার টাইম খাবার দেওয়া হয়। ৮। গরিব এতীমদের বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, ঔষধ-এর ব্যবস্থা আছে।

যে সমস্ত ছাত্ররা ভর্তি হইতে ইচ্ছুক তারা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব (যুগদিয়া), হাজী ইনতাজ আলি শাহ প্রাক্তন বিচারক, হাজি ইউসুফ মোল্লা, হাজি আব্দুল্লাহ সরদার

সম্পাদক: মাওঃ ইমাম হোসেন মাযাহারী, হাজি আব্দুল রহমান মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার সাহেব

যাঁরা ইনকাম ট্যাক্সের ছাড় নিতে ইচ্ছুক তাহারা এনজিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিয়ে জাকাত, ফিতরা, সাদকা দিয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন এবং গরীব এতীম ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করে, আপনি আপনার সন্তানের ন্যায় এই মাদ্রাসার সহযোগিতা করুন। আল্লাহ আপনার সহযোগিতা করিবেন ইনশাআল্লাহ।

নীচে দেওয়া হল আমাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার

INCOME TAX APPROVAL NO: 10 B
Registration No: AACTM5965EF20214
SBI A/C NO: AC30800716497 IFC CODE: SBIN0001451
Mob: 9830401057 / 9051758393

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৯৩ সংখ্যা, ২১ চৈত্র ১৪৩০, ২৪ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

স্বাস্থ্যবিধি

করোনা মহামারির কথা আমরা যখন ভুলিতে বসিয়াছি, তখন সারা পৃথিবীতে আবার করোনার সংক্রমণ বাড়িতেছে বলিয়া কিছুদিন আগেও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া জার্মানি, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে বলিয়া জানা যায়। যদিও তাহা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং আবার ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা তেমন একটা নাই। করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং ইহার আরো উন্নত সংস্করণের সহজলভ্যতা এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আমাদের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু করোনার উত্পত্তিস্থল চীনে নূতন করিয়া যে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে, তাহাতে আমাদের কপালে ভাঁজ বাড়িতেছে বইকি। শুধু তাহাই নহে, গতকাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু (ডব্লিউএইচও) স্বয়ং এই ব্যাপারে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। করোনার বেলায়ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সতর্কতামূলক প্রতিবেদন ছাপানো হইয়াছিল শুরুর দিকেই। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল, এমনকি কোনো কোনো উন্নত দেশও এই বিষয়টি আমলে না নেওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি বাড়িয়া যায়। এইবারও কি আমরা অবহেলা ও অসতর্কতার পরিচয় দিয়া নিজেদের বিপদ ডাকিয়া আনিব?

চীনের নূতন ভাইরাসের এই সংক্রমণকে অজানা নিউমোনিয়া হিসাবে দেখানো হইতেছে। এমনিতেই করোনা মহামারির ধাক্কা আমরা এখনো কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার অভিঘাতে বিশ্ব অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মারাত্মকভাবে। এখন আবার এই নূতন আপদ ও বিপদে উদ্বেগ ও উত্কণ্ঠা দেখা দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, অজানা ও রহস্যজনক এই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইতেছে বেইজিং ও লিয়াওনিংয়ের শত শত শিশু। হাসপাতালগুলিতে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনা নাগরিকদের শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার ঝুঁকি কমাইতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছে। অনেক তথ্য না পাওয়ার কারণে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া যাইতেছে না। তবে পরিস্থিতি যাহাই হউক, বাংলাদেশকে আগেভাগেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও নৌবন্দরগুলিতে এখন হইতেই নজরদারি বৃদ্ধি করিবার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হইবে। কথায় বলে, সাবধানের মাইর নাই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ইহাই সবচাইতে জরুরি কর্তব্য। গত ১৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে এক প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের প্রতিনিধিরা সেই দেশটিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির বিষয়টি অকপটে স্বীকার করেন। জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থা এক্স-এ পোস্ট করা এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, আগের তিন বত্সরের একই সময়ের তুলনায় চীনের উত্তরাঞ্চলে অক্টোবরের মাঝামাঝি হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতা বাড়িয়া গিয়াছে আশঙ্কাজনকভাবে। এখানকার শিশুদের মধ্যে ইহার আগে নির্ণয় করা হয় নাই, এমন নিউমোনিয়ার ক্লাস্টার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। চীনা কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হইল, শ্বাসকষ্টের অসুস্থতার স্পাইকটি কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ তুলিয়া নেওয়া এবং পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের কারণে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ বাড়িতে পারে। এমন মুহূর্তে প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং চিকিত্সাবিজ্ঞানীদের নেটওয়ার্ক বাড়ানো উচিত, যাহাতে দ্রুত এই ভাইরাসটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, সারস-কোভ-২, আরএসভি ও মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াসহ পরিচিত প্যাথোজেনগুলির সঞ্চালনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ও তাহা মোকাবিলায় বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে জানানোটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত পরিস্থিতির কারণে আবার মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের তাগিদ আমরা অনুভব করিতেছি। চীনের পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেই ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে। যাহারা অসুস্থ তাহাদের হইতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। ইহা ছাড়া আবার নিয়মিত হস্ত ধৌত করিবার অভ্যাস আমাদের রপ্ত করিতে হইবে। চীনের নূতন ভাইরাস সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটন ও সেই অনুযায়ী নূতন টিকার প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সজাগ ও সতর্ক থাকিতে হইবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এখনই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হইবে।

আমেরিকা কি ‘ভয়ংকর’ একটা নির্বাচনের পথে

২০২৪ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের একজনকে ‘অতি বৃদ্ধ’, অপরজনকে ‘অতি ভয়ংকর’ বলা হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই প্রার্থীকে নিয়ে লিখেছেন **শার্লট অল্টার**।

কদিন আগের কথা। সকালবেলা আমি ডেমোক্রেটিক পার্টিতে আমার সূত্রকে খুদে বার্তা পাঠালাম। বললাম, নির্বাচন নিয়ে একটু আলাপ করা দরকার। উত্তর এল, ‘এর চেয়ে মরণ ভালো।’

কথাটা তিনি ঠাট্টাচ্ছলেই বলেছিলেন অবশ্য। কিন্তু বাতাসে কান পাতলেই এখন এই হতাশা আর আশঙ্কার কথা শোনা যায়। হয়তো নেমন্তন্নে গেছেন কিংবা বাচ্চাকে খেলতে নিয়ে গেছেন কোথাও অথবা মুদিদোকানে, আলোচনার বিষয় সেই একই–‘আসলেই ভোট হচ্ছে? আমরা আবার একই কাজ করতে যাচ্ছি?’ ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও সেই ম্যাচ। ম্যাচের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের একজনকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ‘অতি বৃদ্ধ’ বলে ধরা হচ্ছে, অপরজনকে বলা হচ্ছে ‘অতি ভয়ংকর’। ভোট দিতে হবে–এই চিন্তায় দেশের মানুষ এখন বিবশ-অবশ, ভয়ে কাতর। তারা এই নির্বাচনকে ‘ভয়ংকর নির্বাচন’ বলে মন্তব্য করছেন।

ইয়াহু এই শরতে নির্বাচন নিয়ে জনমত যাচাই জরিপ করেছিল। নানা বয়স, জেন্ডার ও রাজনৈতিক দলের সমর্থকেরা এই জরিপে অংশ নেন। প্রতি ১০ জনে চারজন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক বলেছেন, এই নির্বাচন হবে ‘ভয়ংকর’। এর বাইরে আরও যেসব উক্তি এসেছে, সেগুলো হলো ‘ক্লান্তিকর’, ‘হতাশাব্যঞ্জক’, ‘গতানুগতিক’। জরিপে অংশগ্রহণকারী ডেমোক্র্যাট সমর্থক, শ্বেতাঙ্গ নারীদের অর্ধেকই বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা ভেবে তাঁরা আতঙ্কিত বোধ করছেন। রিপাবলিকানরা অবশ্য ডেমোক্র্যাটদের মতো অত ভীত নন। কিন্তু তাঁরাও যে খুব ফুরফুরে মেজাজে আছেন, তা নয়। দুই দলেরই বড়সংখ্যক সমর্থকেরা প্রার্থী সম্বন্ধে তাঁদের অসন্তোষের কথা বলেছেন।

পুরো নির্বাচনী যাত্রাতেই এই অসন্তোষের রেশ থাকবে বলে মনে হয়। ফলে নির্বাচনে দুই প্রার্থীকে নিয়ে সংশয়ও কাটবে না। ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর পরবর্তী নির্বাচনগুলোয় ডেমোক্রেটিক দল যে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে অংশ নিয়েছে, এবার সেই পরিবেশ নেই। এটা বেশ পরিষ্কার। দলের কর্মীরা ক্লান্ত। স্বেচ্ছাসেবীরা পা ঘষছেন। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকেরা আর রাজনৈতিক খবরে আগ্রহ পান না। জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে রাজনৈতিক খবরের চাহিদা পড়ে গেছে। ২০২৩ সালে মাঠপর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের কাজেও ভাটা পড়েছে। ফলে ডেমোক্রেটিক সংগঠনগুলো বাজেট কাটছাঁট করেছে এবং কর্মী ছাঁটাই করেছে।

ডেমোক্র্যাটদের জন্য বেশ কিছু জরুরি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এই পরিস্থিতি। ক্ষমতাসীনরা কি কখনো প্রার্থীর প্রতি উদ্দীপ্ত সমর্থকগোষ্ঠী ছাড়া নির্বাচনে জিতে আসতে পেরেছে? উদ্দীপনা আসলে কতটা জরুরি?

মুড (মেজাজ) বিষয়টা পরিমাপ করা অত সহজ নয়। আমি আট বছর ধরে ডেমোক্র্যাটদের কাভার করছি। নতুন ভোটার, নারী সংগঠকদের ক্ষমতা অথবা রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে অশ্বেতাঙ্গদের দলের প্রতি যাঁদের আগ্রহী করে তুলেছে, তাঁদের কাজকর্ম কাছ থেকে দেখেছি। কিন্তু আট মাস ধরে নির্বাচনকে ঘিরে লোকের মধ্যে সেই উৎসাহ আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। প্রতিবারই যে সংগঠনগুলো সমবেত হয়ে একটা কিছু করবে বলে আশা করেছি, ততবারই আশাহত হয়েছি। সমাজের যে অংশটি নির্বাচন নিয়ে উত্তেজিত হবে বলে ভেবেছি, সে অংশই যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে তারা উত্তেজিত হবে না। এর পরিবর্তে যেকোনো আলাপে একধরনের বিতৃষ্ণা চোখে পড়েছে। তারা কেবল বলেছে, ২০২৪ সালের নির্বাচনটা হবে নির্মম। এখন আমি বুঝতে পারছি, আমার ধারাবাহিক মোহভঙ্গের কারণে এই নির্বাচন কাভার করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে, বিষয়টা অমনও নয়। আসলে সবারই মোহভঙ্গ ঘটেছে। আর এটাই এই নির্বাচনের থিম। ডেমোক্র্যাটদের এই উদ্যমহীনতা একটা হতাশার জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন জরিপের তথ্য বলছে, ট্রাম্পের কাছে বাইডেন পরাজিত হবেন। ২০২০ সালে এমনটি হয়নি। ওই সময় ভোটারদের অংশগ্রহণের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। তাই বলতে গেলে অল্পের জন্যই রক্ষা পেয়েছিলেন বাইডেন। এবার ট্রাম্প রাউন্ড টু-তে খেলতে নেমেছেন। অনুজ্জ্বল জোট, ভোটের ফ্যাকাশে ফল এবং সমর্থকদের মধ্যে গেঁড়ে বসা ধারণা যে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে বাইডেন অনুপযুক্ত–এসব কিছু নিয়ে বাইডেন এই ম্যাচ এসেছেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

নিউইয়র্ক টাইমস/সিয়েনার জরিপে দেখা যাচ্ছে, ট্রাম্প নির্বাচনী দৌড়ে অন্তত পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে আছেন। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা বাইডেনের ব্যাপারে উৎসাহী। রিপাবলিকানদের মধ্যে এই হার ৫০ শতাংশ।

‘রান ফর সামথিং’-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা আমান্ডা লিটম্যান বলেন, ডেমোক্র্যাটরা একটা সর্বনাশা চক্রে আটকা পড়েছে। তিনি বলছিলেন, ‘আমি গেল বছরের পুরোটাই গণতন্ত্র রক্ষায় কাজ করেছি। আর সবচেয়ে বেশি যে কথাটা শুনেছি, তা হলো, আমি ক্লান্ত। আমার আর আগ্রহ নেই।’ আমান্ডার প্রতিষ্ঠানটি মিলেনিয়াল ও জেন-জি ডেমোক্র্যাটদের দলে অন্তর্ভুক্ত করে ও যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সমর্থন দিয়ে থাকে।

লরি গোল্ডম্যান ট্রাম্পকে হারাতে আট বছর ধরে কাজ করছেন। ‘ফেমস অ্যান্ড ডেমস’ এর প্রতিষ্ঠাতা গোল্ডম্যান মিশিগানে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে সদস্য সংগ্রহ, প্রার্থীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া, তহবিল সংগ্রহের কাজ করছেন। তিনি যখন এই কাজে সক্রিয় হন, তখন তাঁর তিন সন্তানের বয়স ৮। গোল্ডম্যান জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যয় করেছেন, ‘সপ্তাহে সাত দিন। এমনকি সন্তানেরা তাদের প্রয়োজনে আমাকে পায়নি।’ গোল্ডম্যান এখন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছেন, ‘এত কিছু কেন করেছি? সপ্তাহান্তে এই যে এত এত মানুষকে ফোন করে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা, স্কুলের পরে তহবিল সংগ্রহ, বৃষ্টি আর বরফ উপেক্ষা করে প্রচার চালানো, সন্তানদের বঞ্চিত করা–কী লাভ হলো?’ কারণ, ট্রাম্প অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে ফিরে এসেছেন, দ্বিতীয় দফায় আরও আগ্রাসী হওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন। তিনি বলছিলেন, ‘আমি আমার আত্মত্যাগের কথা ভাবি এখন, অন্যদের কথাও ভাবি। ওরাও তো আমারই মতো। এই কি তার ফল? না, বিনিময়ের ফলটা ভালো হলো না।’

গোল্ডম্যান আরও বলেন, ‘আমরা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি নামক একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানে আটকা পড়েছি। এ পরিস্থিতির উন্নতির কোনো সুযোগ নেই।’ তাঁর এখন নিজেকে মানসিকভাবে হয়রানির শিকার নারী বলে মনে হয়। এই একই অবস্থা অন্যদেরও। গোল্ডম্যান বলেন, ‘২০১৬ সালে ট্রাম্প নির্বাচনে জয় লাভের পর মানুষ আমাকে রাস্তায় থামিয়ে জিজ্ঞেস করত, ফেমস ফর ডেমসে আমি কীভাবে যোগ দিতে পারি? এখন আর নতুন কেউ আসছে না। স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে।’

স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ বড়সংখ্যক মানুষ রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তথাকথিত প্রতিরোধ যুগের শুরুতে প্রগতিবাদী মানুষের মধ্যে রাজনীতিতে জড়ানোর আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র। কিছু ডেমোক্র্যাট সমর্থক এই নির্বাচন থেকে পুরোপুরি সরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তৃণমূলে ট্রাম্পবিরোধী জাতীয় নেটওয়ার্ক ইনডিভাইসিবলের সহপ্রতিষ্ঠাতা লি গ্রিনবার্গ বলেন, ২০২৩ সালের পর বেশির ভাগ সময় রাজনীতি ছিল রহস্যাবৃত। নানা রকম ইঙ্গিত নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। যেমন খবরের ডিজিটাল মাধ্যমের গ্রাহক কমে গেছে। রিপাবলিকান দলের ক্ষেত্রে আইওয়ার প্রাইমারি ছিল সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। অথচ সেই প্রাইমারিও টেলিভিশনে খুব বেশিসংখ্যক মানুষ দেখেনি। ২০১৬ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ১৭ শতাংশ কমেছে বলে জানাচ্ছে সেমাফর।

এদিকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে যাঁরা টাকাপয়সা দিতেন, তাঁরা এখন আর টাকা খরচ করতে চাইছেন না। রান ফর সামথিং ২০২৩ সালে যে চাঁদা তুলেছে, তা তাদের প্রত্যাশার অর্ধেক। ফলে প্রতিষ্ঠানটি কর্মী ছাঁটাইয়ে বাধ্য হয়। এমিলিজ লিস্টও একই কাজ করেছে।

ওয়ার্কিং ফ্যামিলি পার্টির জাতীয় পরিচালক মরিস মিচেল বলেছেন, আগের সেই উদ্দীপনা আর নেই। ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ বাইডেনের নড়বড়ে জোটকে আরও দুর্বল করেছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রগতিশীল ভোটারদের মনে বাইডেনকে নিয়ে সন্দেহ আছে। ২০২০ সালে এই ভোটাররাই ট্রাম্পকে পরাজিত করতেই ভোটকেন্দ্রে গিয়েছিলেন। এখন এই ভোটারদের পরিষ্কার অবস্থান হলো তাঁরা আর ট্রাম্পের ব্যাপারে আগ্রহী নন। তিনি যদি ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ না করেন, তাহলে তাঁদের ভোট পাবেন না।

জর্জিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক এনসেও উফট ২০২০ সালে বাইডেনকে এবং ২০২১ সালে দুজন সিনেটরকে তাঁর রাজ্য থেকে জিতিয়ে আনতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘জর্জিয়ায় সর্বস্তরে আলোচনার কেন্দ্রে গাজা। সবাইকে একসুরে কথা বলতে হবে–ডেমোক্র্যাটদের ধারা এমন নয়। রিপাবলিকানরা হয়তো এভাবে চলতে পারে। যে ডেমোক্র্যাটরা বাইডেনের কট্টর সমর্থক, এই যুদ্ধের পর সেই সমর্থকদেরও বাইডেনের ব্যাপারে উৎসাহে ভাটা পড়েছে। লিটম্যান বলেন, ‘অনলাইনে জো বাইডেনের ব্যাপারে ইতিবাচক কিছু বলার সুযোগ সামান্যই। এই পরিস্থিতি আমাকে ২০১৬ সালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ওই সময় অনলাইনে হিলারি ক্লিনটনকে নিয়ে যা-ই বলা হতো, সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ শুরু হয়ে যেত। জো বাইডেনের অবস্থাও এখন একই।’ কেবল আশাই এই ভয় থেকে ভোটারদের রক্ষা করতে পারে। ট্রাম্প রিপাবলিকান প্রাইমারিতে ঝড় তুললেও কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসনগুলোয় ট্রাম্পকে সবাই এগিয়ে রাখলেও হতাশ ডেমোক্র্যাটদের এখন আশা করার সুযোগ আছে।

অনেকে বলতে চান, ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এলে কী ঘটতে পারে, সেটি যত স্পষ্ট হবে, ডেমোক্র্যাটরা ততই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক দলের প্রচারকর্মীরা মনে করছেন, এখন বাইডেন-ট্রাম্পের এই দ্বৈরথ নিয়ে অনেকেই কোনো প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন না। গ্রীষ্মকালীন সমাবেশগুলোর আগে তাঁরা জেগে উঠবেন।

সে সময় বাইডেনের সমর্থকদের মধ্যে নারাজি ভাবটাও কেটে যাবে, কেবল ট্রাম্পকে আটকে দেওয়াই হবে তাঁদের উদ্দেশ্য।

ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে সাবেক প্রেসিডেন্ট এককভাবে সবচেয়ে সক্রিয় সংগঠক। তিনিই ‘নীল’ ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে পারবেন। ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পের আমলের সব নির্বাচনে জিতেছে। এমনকি যেসব নির্বাচনে ভোটারসংখ্যা কম ছিল, অথবা ‘লাল’ (রিপাবলিকান)-অধ্যুষিত এলাকায় গর্ভপাতবিষয়ক ভোটে ডেমোক্র্যাটরা জিতেছেন।

নভেম্বরে ডেমোক্র্যাটরা আরেকটা সুযোগ পেতে পারেন। তহবিল সংগ্রহে বাইডেন এগিয়ে আছেন। রিপাবলিকানদের কোর্টকাচারির ঝামেলা এখনো শেষ হয়নি। যদিও প্রাইমারিতে ট্রাম্প জিতে গেছেন, রিপাবলিকান দলের অনেকেই ট্রাম্পের মতো গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ভোট দিতে চাইছেন না। গর্ভপাত অনেক ভোটারদের জন্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংগঠকদের অনেকেই মনে করছেন, বাইডেনের চরম বিরোধী গোষ্ঠীও শেষমেশ বেরিয়ে এসে তাঁকেই ভোট দেবেন।

ইউফট বলেন, ‘কৃষ্ণাঙ্গ ভোটাররা কখনই বাইডেনের ব্যাপারে অতি আগ্রহী ছিলেন না। ভাষ্যটা হলো বাইডেন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন, যা কিছু ঘটছে সবই ভয়াবহ। কিন্তু ভোটের ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ হয় ভিন্ন।’ বাইডেন কখনোই উদ্বেলিত হওয়ার মতো প্রার্থী ছিলেন না। জনগণকে উজ্জীবিত করতেও তাঁর তেমন কোনো ভূমিকা নেই। তাঁর কাজ ছিল ট্রাম্পকে হারানো এবং দীর্ঘ মেয়াদে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখা।

ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস পার্টির মিশেল বলেন, ‘ওবামা ছিলেন আন্দোলনের প্রতীক, জো বাইডেন তা নন। জো বাইডেনকে নিয়ে সেই উন্মাদনা কখনই ছিল না। তাই নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে হবে ভোটারদের। অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় নির্বাচনের গুরুত্ব এখন বেশি।

গ্রিনবার্গ বলেন, তৃণমূলের সংগঠনগুলো গত তিন বছর সব কটি নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের জিতিয়ে এনেছে। সংগঠনের কর্মীরা আগের চেয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ। লরি গোল্ডম্যান যেমনটি বলছিলেন, ‘আমরা ক্লান্ত। তবে এত ক্লান্ত না যে ট্রাম্পকে জিততে দেব।’

টাইম ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া। শার্লট অল্টার টাইম ম্যাগাজিনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক। তিনি রাজনীতি, সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে লেখেন। এ ছাড়া টাইমের পারসন অব দ্য উইকের সঞ্চালক।

অনুবাদ

ইশান থারুর

এরদোগানের এত বড় পরাজয়ের কারণ কী

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান সদ্য এমন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, যেটাকে বিশ্লেষকেরা দুই দশকের বেশি সময়ের মধ্যে তাঁর জন্য সবচেয়ে খারাপ রাজনৈতিক ধাক্কা বলে বিবেচনা করবেন। রোববার অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তাঁর জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি (একে পার্টি) বিশাল পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে। গত বছর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে শক্ত মুঠোতে ক্ষমতা সংহত করার পর স্থানীয় নির্বাচনে এ পরাজয়কে বিস্ময়করই বলা যায়।

বিরোধী রিপাবলিকান পিপলস পার্টি (সিএইচপি) দেশব্যাপী বিজয় সুনিশ্চিত করেছে। এর মধ্যে ইস্তাম্বুলসহ সবচেয়ে বড় পাঁচটি শহরও রয়েছে। ইস্তাম্বুলে এরদোগান তাঁর পছন্দের একে পার্টির প্রার্থীর পক্ষে জোরালো প্রচার চালিয়েছিলেন। তিন দশক আগে ইস্তাম্বুলের মেয়র হিসেবে সাফল্যের পরই এরদোগানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের পথ খুলে গিয়েছিল।

রিপাবলিকান পিপলস পার্টির মেয়র হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলু। তুরস্কের নতুন প্রজন্মের রাজনীতিবিদদের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর ইমামোগলুকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিতে এরদোয়ানের একে পার্টি যে জোর প্রচেষ্টা চালায়, তাতে করে তুরস্কের রাজনীতিতে ইমামোগলুর উত্থান ঘটে। মেয়র হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হওয়ার ঘটনাকে তিনি পরিষ্কারভাবে বৈশ্বিক পরিসরে নিয়ে গেছেন। এই সাফল্যকে নির্বাচনী কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে বিরোধী দল ও ভোটাররা কীভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেন, তার প্রতীক হিসেবে দেখছেন তিনি।

রোববারের নির্বাচন সম্পর্কে ইমামোগলু বলেছেন, ‘এই নির্বাচন তুরস্কে ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্রের সমাপ্তি এবং গণতন্ত্রের পুনরুত্থানের সূচনা।’ কর্তৃত্ববাদী শাসনে থাকা নিপীড়িত মানুষ এখন ইস্তাম্বুলের দিকে তাকিয়ে থাকবেন। পরদিন সোমবার ইমামোগলু এরদোগানের দিকে বিশাল চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। ইস্তাম্বুল শহরের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের সামনে তিনি ঘোষণা দেন যে ‘এক ব্যক্তির শাসনের যুগ শেষ হয়ে গেছে।’

এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রথমত ভোটারদের ক্ষোভ ভূমিকা রেখেছে।

আমার সহকর্মী বেরিল এসকি ও কারিম ফাহিম জানান, ‘এরদোগান যেভাবে অর্থনীতি পরিচালনা করেছেন, সেটাই তাঁর ভোটের দৌড়ে পিছিয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ।

পরিবারগুলো মূল্যস্ফীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং মুদ্রার বিশাল দরপতন হয়েছে। গত বছর এরদোগান কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একদল বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়েছেন এবং কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় সুদহার বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তুরস্কের মূল্যস্ফীতি ৭০ শতাংশ রয়ে গেছে। একরাশ দুশ্চিন্তা ও সামাজিক নিরাশার কারণে একে পার্টির একটা অংশের ভোটাররা এরদোগানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। একে পার্টির দীর্ঘ শাসনে যে গভীর অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, তাতে করে এই দলের প্রতি অতি ডানপন্থী ভোটারদের অনেকে বিমুখ হয়েছেন। বিশেষ করে একে পার্টির মিত্র ইসলামিক দলগুলো গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইসরায়েলের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখায় এরদোগানের প্রতি নাখোশ।

সম্ভবত সিএইচপির সাফল্যের ক্ষেত্রে অন্য আরেকটি নিয়ামক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে। এই দলের কেন্দ্রিকতাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী রাজনৈতিক অতীত রয়েছে।

সিএইচপি সম্পর্কে ব্রুকিং ইনস্টিটিউশনের তুর্কি পণ্ডিত আসলি আইদিনতাসবাস বলেছেন, গোঁড়া ও অভিজাত দলটির ভিত্তি কেবল শহুরে সেক্যুলারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রবীণ নেতা কেমাল কিরিচদারওলু নির্বাচনে বারবার করে এরদোগানের কাছে পরাজিত হয়ে আসছেন। সর্বশেষ নির্বাচনেও তিনি পরাজিত হন।

কিন্তু কেমালের উত্তরসূরি অসগার ওজেল থেকে এমামোগলুর মতো একঝাঁক প্রতিভাধর তরুণ নেতা সিএইচপিকে পথ দেখাচ্ছেন। তাঁরা বড় জোট গড়ে তুলেছেন।

রোববারের নির্বাচনে সিএইচপি তাদের দলের বাইরের অনেককে প্রার্থী করে। যেমন কুর্দিদের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে জাতিগত কুর্দি ভোটারদের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে সিএইচপি। এখানে এমন লোকদের প্রার্থী করা হয়েছে (প্রধান কুর্দিপন্থী দলের বাইরে যাঁরা) যাঁরা একেপির প্রার্থীদের পরাজিত করতে পারেন। তুরস্কের নির্বাচন অবাধ হলেও, স্বচ্ছ নয়। কেননা, রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর এরদোগান ও একেপির ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ও গণমাধ্যমের ওপর প্রভাব রয়েছে। রোববারের নির্বাচনের ফলাফল দেখাচ্ছে, পরিস্থিতির পরিবর্তন দ্রুত ঘটে যাওয়া সম্ভব। সোমবার সকালে তুরস্কের মানুষেরা একগুচ্ছ নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা দেখেছেন। এক বছরের চেয়ে কম সময়ের ব্যবধানে নাটকীয় এই পরিবর্তনগুলো ঘটেছে।

একটা বিষয় মনে রাখা দরকার, টলটলায়মান অর্থনীতি এবং প্রলয়ংকর ভূমিকম্পের ভয়ংকর প্রভাবের পরও এরদোগান ২০২৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে নিজের বিজয় নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের তুরস্ক কর্মসূচির পরিচালক গোনাল টল স্থানীয় নির্বাচনে এরদোগানের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গত বছরের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের প্রসঙ্গে টেনে বলেন, ‘অনেকে যুক্তি দেন সমর্থকেরা যা কিছুই হোক না কেন, এরদোগানের পাশেই থাকবেন। অন্যদের দাবি হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট এরদোগান স্বৈরতন্ত্রকে এতটাই সংহত করেছেন যে ব্যালট বাক্সে তাঁকে হারানো অসম্ভব। কিন্তু রোববারের স্থানীয় নির্বাচনে সিএইচপির সাফল্য প্রমাণ করল যে দুই পক্ষের যুক্তিই ভুল। এই নির্বাচন দেখাল যে অসমতল প্লেয়িং ফিল্ড থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন একটা বড় ব্যাপার এবং ভোটাররা মুক্তভাবে ভোট দেন।’

আগামী চার বছর তুরস্কে বড় কোনো নির্বাচন হবে না। এই বিবেচনায় ২০২৮ সাল পর্যন্ত এরদোগান সম্ভবত তাঁর শাসন অব্যাহত রাখতে পারবেন। পরের নির্বাচনে ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামপন্থীদের সমর্থনে একেপি ৫০ শতাংশের বেশি ভোট হয়তো নিশ্চিত করতে পারবে। কিন্তু সেটা অনেকের প্রত্যাশার চেয়ে কঠিন কাজ হবে।

ইশান থারুর দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের পররাষ্ট্রবিষয়ক কলাম লেখক

দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

মিলটন রশিদকে নিয়ে কংগ্রেস ও সিপিএমের বৈঠক বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: ১৩ মে বীরভূমে লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীরা প্রচার কাজে ব্যস্ত। আজকে বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস ও বাম জোট প্রার্থী মিল্টন রসিদ বৈঠক সারলেন। এই বৈঠকে কংগ্রেসের ও বাম সমর্থিত কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। মিল্টন রশিদ জানান বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বাম প্রার্থী শ্যামলী প্রধান তার উদ্দেশ্যে বলেন, তিনি একজন অতি সাধারণ ভদ্রমহিলা। মিল্টন রশিদ আরো জানান এবারে ভোট অন্য সাধারণ ভোটের মতো হবে না। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন এই বোলপুর কেন্দ্রে জোর গলায় বলেন আমরা জয়ী হচ্ছি। তার কারণ হলো বোলপুর কেন্দ্রের মানুষ তাকেই ভোট দেবে যার সঙ্গে দুটো সুকনো মুড়ি খেতে পাবে। বোলপুরের মানুষ তাকেই ভোট দেবে যার সঙ্গে আদা দেওয়া চা পাবে। বোলপুরে সাধারণ মানুষ এমপি এমএলএ দের দেখতে পান না। আর দেখতে পেলেও হুটখোলা গাড়িতে দেখতে পাই। ভোটের সময় হাতজোড় করে চলে যায়। এখন হয়তো কোন এমএলএ এমপি নাটক করছে মুড়ি খাচ্ছে, আদিবাসীদের সঙ্গে বসে ভাত খাচ্ছে, তফসিলীদের সঙ্গে ভাত খাচ্ছে এসব ভোটের সময়ের জন্য। ৩৬৫ দিন আমি অর্থাৎ মিল্টন রশিদ ও শ্যামলী প্রধান কে পাওয়া যাবে। আমাদের আটপৌরে জীবন। এই প্রখর রোদে কেউ বলছে ডাবের জল খায় কেউ আবার সানগ্লাস, আবার কেউ টুপি নিয়ে ভোট প্রচারে নেমেছেন। আর আমাদের কোন কিছু নেই। আমরা বীরভূমের মানুষ রোদে পুড়ে গেছি। আমরা সারা বছর মানুষের পাশে থাকি এবং মানুষের উপকার করে থাকি। বোলপুর কেন্দ্রের মনোনীত বাম প্রার্থী শ্যামলী প্রধানের উদ্দেশ্যে বলেন তাকে আশীর্বাদ করুন।

পুলিশের অনন্য মানবতা হরিশ্চন্দ্রপুরে

বৃদ্ধের শেষকৃত্যের খরচ নিজে হাতে দিলেন আইসি মনোজিৎ

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: পরিবারে অর্থাভাব। গৃহকর্তার মৃত্যুর পর শেষকৃত্যের জন্য চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছিলেন পরিবারের লোকেরা। সেই সময় বাড়িতে হঠাৎ পুলিশের গাড়ি। উর্দিধারীদের দেখে ভয় পেয়ে যান পরিবারের লোকেরা। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারেন খোদ আইসি এসেছে তাদের সাহায্য করার জন্য ।পুলিশের এই মানবিক রূপকে কুর্নিশ জানান সকলে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার হাসপাতাল পাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধ গনেশ দাস (৭০) অসুস্থ অবস্থায় তুলসীহাটা ব্রিজের নিচে চার দিন ধরে পড়ে ছিল।সেই সময় পেট্রোলিং ডিউটিতে থাকা পুলিশকে একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও উদ্ধার করেনি বলে অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডলের নির্দেশে অসুস্থ বৃদ্ধ কে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতেই মারা যান ওই অসুস্থ বৃদ্ধ। বিপাকে পড়ে তার হতদরিদ্র পরিবার।গণেশের শেষকৃত্যের জন্য অর্থের জোগাড় করতে পারেননি তারা।এলাকায় চাঁদা তুলছিল পরিবারের লোকেরা।এই খবর পেয়ে পাশে দাঁড়ালেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার নবনিযুক্ত আইসি মনোজিৎ সরকার। গণেশ বাবুর শেষকৃত্যের জন্য আর্থিক সহযোগিতা করেন।পুলিশের কাছ থেকে এমন সহযোগিতা পেয়ে আপ্লুত গণেশের পরিবারের লোকেরা।তাঁরা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ প্রশাসনকে। এক সময় হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিসের অবহেলার জন্যই গণেশকে চার দিন ধরে রাস্তায় পড়ে থাকতে হয়েছিল। আজ সেই পুলিশেরই অন্যরূপ দেখে অবাক হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দারা। মৃতের আত্মীয় পঞ্চ দাস বলেন, ‘প্রথমে তো পুলিশকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।তারপর দেখলাম যে আইসি আমাদের সাহায্য করলেন।পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন।খুব ভালো লাগলো ওনার এই মানবিকতা।’ আইসি মনোজিৎ সরকারের বক্তব্য, সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকেই আমি জানতে পারি। পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ। যতটা সম্ভব হল এসে পাশে দাঁড়ালাম। শেষকৃত্যের খরচটুকু দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

তৃণমূলের সভায় পঞ্চায়েত সদস্যদের যোগদান করণদিঘিতে

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী বিধানসভার রানিগঞ্জ অঞ্চলের পাতনুর এর তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান সভার আয়োজন করা হয় বুধবার। এদিন নির্দল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জ্যোতিকা পাঠক, নির্দল নেতা দীপক কুমার সিনহা, শঙ্কর পাঠক, কংগ্রেস নেতা মোহাম্মদ ওয়াসিকুল হক, যুব কংগ্রেস নেতা সন্দীপ ঘোষ সহ বিভিন্ন দল থেকে প্রায় ২০০ টি পরিবার তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানী ও বিধায়ক গৌতম পালের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন বলে জানা গেছে। করনদিঘীর বিধায়ক গৌতম পাল জানান এবারের পরিস্থিতি অন্যরকম এবার মানুষ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে তাই তিনি নিশ্চিত, এবার করনদিঘী থেকে নির্বাচনের সমস্ত ভোট তৃণমূলের ঝুলিতেই ঢুকবে। তিনি আরও বলেন, এনআরসিকে রুখতে, সিএএকে রুখতে, ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গড়ে তুলতে এবং বাংলার উন্নয়ন করতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হলে তৃণমূল কেই ভোট দিয়ে জেতাতে হবে। তিনি দাবি করেছেন তিনি সারা বছর মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করেন এবং মানুষ কি চায় সেটাও তিনি জানেন, তিনি জোর গলায় বলেন তিন বছরে তিনি যা কাজ করেছেন বিগত বিশ বছরে সে কাজ হয়নি। তাই এবছর তাদের স্লোগান করনদিঘীতে এবার তৃণমূল।

উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানী, করণদিঘী বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পাল, ১৩ নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আবদুর রহিম, করণদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ মুখতার আলাম, রানিগঞ্জ পঞ্চায়েত প্রধান সেখ সাহনাওয়াজ, ব্লক সভাপতি সুভাষচন্দ্র সিনহা, ব্লক কমিটির সদস্য সাইদুর রহমান সহ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্ব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নন্দীগ্রামে মহিলার পচা গলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নন্দীগ্রাম

আপনজন: পচা দেহ উদ্ধার করল নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ। চাঞ্চল্য এলাকায়। পাড়ায় পাড়ায় চাষীদের থেকে সবজি তুলে স্থানীয় বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করতেন নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের খোদামবাড়ী এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিক্রমচক এলাকার বাসিন্দা পঞ্চাশোর্ধ আলপনা দাস নামের মহিলা। পাঁচ ছদিন ধরেই তিনি বাজার যাচ্ছিলেন না। বাজারে আসতে না দেখে বাজারের ব্যবসায়ীরা বাড়িতে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেন বাড়িতে তালা বন্ধ,বাড়ির ভেতর থেকে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে।। স্থানীয় লোকজন নন্দীগ্রাম থানায় খবর দেন। নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ গিয়ে মহিলার পচা গলা দেহ উদ্ধার করেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মহিলা বাড়িতে একা থাকতেন।মহিলার ছেলে তার স্ত্রী সন্তান নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। কি কারনে মহিলার মৃত্যু ঘটলো তা নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ।

প্রতিশ্রুতি নয় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ: বিশ্বজিৎ

এম মেহেদী সানি ● গাইঘাটা

আপনজন: ‘প্রতিশ্রুতি নয় আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেটা মানুষের প্রয়োজন আমরা সেটাই করব’ গাইঘাটার ধর্মপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মরালডাঙ্গায় নির্বাচনী প্রচারে এসে বললেন বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে। পাশাপাশি একটি শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করতেও দেখা যায় তৃণমূল প্রার্থীকে। বুধবার গাইঘাটার ধর্মপুর-১, ধর্মপুর-২, ইছাপুর-১, জলেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কখনো হেঁটে কখনো হুট খোলা গাড়িতে কখনো পথসভায় , কখনো কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত থেকে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের নির্বাচনী প্রচার সারলেন বিশ্বজিৎ ধর্মপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচারের সময় স্থানীয় প্রধান ও তৃণমূল নেতা সুভাষ রঞ্জন হালদার বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস কে এলাকাবাসীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, সেসময় বিশ্বজিৎ দাস হাত নেড়ে, কখনো হাত জোড় করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দোয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করে সকলকে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট দেওয়ার আহবান জানান। আগামী দিন ভোটে জয়ী হয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকারও আশ্বাস দেন বিশ্বজিৎ বাবু। নির্বাচনী প্রচারকে বিজয় মিছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কারণ হিসেবে বিশ্বজিৎ বাবু ব্যাখ্যা দেন ‘রাস্তার দুপাশে যেভাবে সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে, পুষ্প বৃষ্টির মাধ্যমে আমাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন আমি সত্যিই অভিভূত, মা বোনেরা যেভাবে শঙ্খ ধ্বনি, উলুধ্বনি দিয়ে আমাকে বরণ করে নিচ্ছেন তা বিজয় মিছিলের কোনো অংশে কম নয়।’ এদিন নির্বাচনী প্রচারে বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সংসদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বালা ঠাকুর, বনগাঁ জেলার মহিলা নেত্রী ইলা বাগচি, শিপ্রা বিশ্বাস সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও তৃণমূল নেতা সুভাষ রঞ্জন হালদার, জয়দেব হাজরা, নির্মল ঘোষ, মৌসুমী সাহা প্রমুখ।

শর্ট-সার্কিট থেকে পুড়ল ৮টি বাড়ি

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পরপর পুড়লো ৮টি বাড়ি চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার ভর দুপুরে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার মালোপাড়া অঞ্চলের শাহাজাদপুর মালিথা পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্র মারফত জানতে পারা যায় মালিথা পাড়া এলাকার একটি বাড়িতে হঠাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে আগুন ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে একাধিক বাড়িতে। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বাড়িতে বলে মনে করছেন। আগুন জ্বলতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগাই। জানা যায় কারো রান্নাঘরে লেগে যায় আগুন আবার কারো পাটকাঠির গাদায় এবং কারো পাকা ঘরে কারো চালার ঘরে। জানাযায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় আটটি বাড়ি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে বলে জানা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা সরকারি সাহায্যের আরজি জানান।

ত্রিপুরার মন্ত্রীর উপস্থিতিতে মনোনয়ন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দিলেন সুকান্ত মজুমদার। বুধবার দুপুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। বালুরঘাটে মঙ্গলপুর এলাকা থেকে র‍্যালি করে বালুরঘাটে জেলাশাসক অফিস চত্বরে আসেন সুকান্ত মজুমদার। এরপরেই জেলা নির্বাচনী আধিকারিক এর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন তিনি। উল্লেখ্য, সুকান্ত মজুমদার সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে বালুরঘাট আসনে জয়লাভ করেছিলেন। সেবার বালুরঘাট লোকসভা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন অর্পিতা ঘোষ। এবারে সেই জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে ইতিমধ্যে নমিনেশন জমা দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এবারে দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর নির্বাচনী লড়াইয়ে কে জয়লাভ করবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। বুধবার ড: সুকান্ত মজুমদারের নমিনেশন দেয়াকে কেন্দ্র করে বালুরঘাটে এসে উপস্থিত হন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা।

রোদে হুডখোলা গাড়ি নিয়ে প্রচার সায়নীর

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: সারা রাজ্যে জুড়ে তাপপ্রভাব চলছে। আর সেই তাপপ্রবাহকে উপেক্ষা করে ভোটের প্রচারে কোন খামতি রাখতে চাইছে না কোনো দল।তাই তো কঠোর রৌদ্রকে উপেক্ষা করে বুধবার সকালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের বারুইপুরের মাদারাট এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ এবং বিমান বন্দোপাধ্যায় প্রখর রোদের মধ্যে হুড খোলা গাড়িতে করে প্রচার করলেন।এদিন প্রচারের ফাঁকে হুডখোলা গাড়িতেই ডাবের জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারন করতে দেখা গেল সায়নী বিমানদের।এদিন প্রচারের মাঝেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সায়নী ঘোষ শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ করলেন। তাছাড়া এই প্রখর রোদের হাত থেকে কর্মীদের সুস্থ থাকতে বার্তা দিলেন তিনি। তিনি বলেন আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন সাধারণ মানুষের সাথে থেকে কাজ করতে ভালবাসে আমিও তাই।তাইতো শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তৃণমূলই ভরসা। সেটাই পাথেয় করতে চান তিনি।

কৃষ্ণনগরে বাম প্রার্থী এসএম সাদীর হয়ে প্রচারে নামল কংগ্রেস

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট প্রার্থী এস এম সাদী হয়ে প্রচারে নামলেন নদিয়া জেলা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি অসীম কুমার সাহা। কৃষ্ণনগর শহর ঘূর্ণি বাজারে প্রচার কর্মসূচি শুরু হবে। তবে কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তা ভাবাচ্ছে বাম শিবিরকেও। কারণ কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণার পর একদিনও বামেদের মিছিলে কংগ্রেসকে দেখা যায়নি। বুধবার কংগ্রেসকে বামের সঙ্গে প্রচার করতে দেখা গেল জেলার প্রাক্তন সভাপতি অসীম কুমার সাহা অন্যান্য বাম কংগ্রেস নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার সাড়লেন কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রে বামেরা প্রার্থী ঘোষণা করে। ভরসা রাখা হয় জেলার প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান নেতা এস এম সাদির উপর। নাম ঘোষণা হওয়া ইস্তক প্রচারে বুড়ো হাড়ে ভেলকি দেখাচ্ছেন সিপিএমের এই বর্ষীয়ান নেতা। চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া, জনসংযোগ কোনওটাই বাদ রাখছেন না। লক্ষ্য, হারানো ভোট ব্যাঙ্ক ফিরিয়ে আনা। বুধবার নাকাশিপাড়া, তেহট্টের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার করেন সিপিএম প্রার্থী। যদিও সেই সফরে এখনও অবধি দেখা গিয়েছে কংগ্রেসকে। শীর্ষ নেতৃত্বের অবস্থান পরিষ্কার। বামেদের কংগ্রেস সঙ্গে প্রচার করতে দেখা গেল।

উল্লেখ্য, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম-কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হয়েছিল। যা ভোটের ফলাফলে অক্সিজেন জুগিয়েছিল বাম শিবিরকে। লোকসভায় বিভিন্ন পঞ্চায়েতে তাদের ভোটের হার বেড়েছে বলে দাবি করে সিপিএম। এবার সেই ভোট ব্যাঙ্ককে আরও বাড়াতে চাইছে সিপিএম কংগ্রেসের সিপিএম প্রার্থী এস এম সাদি বলেন,তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষে জন্য কি করতে পারি রাজ্যে বাম কংগ্রেস জোটের ঐক্যবদ্ধ হবে লড়াই করতে হবে। জেলার কংগ্রেসের মুখপাত্র সিলভি সাহা বলেন, তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমার আছি। অসীম কুমার সাহা বলেন, সর্বভারতীয় দল তার একটি নিয়ম আছে এবং নিয়মমাফিক ভাবেই আমরা আজ থেকে বাম কংগ্রেস সমর্থিত জোট প্রার্থীকে সমর্থন বিভিন্ন জায়গায় প্রচার শুরু করব।

বকেয়া টাকা না মেলায় ভোটে বাস নয়, হুমকি মালিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পঞ্চায়েত ভোটের বকেয়া টাকা না পেলে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ভোটের কাজে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস পরিষেবা না দেওয়ার হুমকি গণপরিবহণ বাঁচাও কমিটির। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে বুধবার চিঠি দিয়ে ভোটের কাজে ব্যবহৃত বেসরকারি বাস ও মিনিবাসের বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন এই সংগঠনের প্রতিনিধিরা। ইতিমধ্যেই বাস ভাড়া ১০% বাড়ানো হয়েছে কমিশনের তরফে। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন গণপরিবহন বাঁচাও কমিটি। তাঁদের দাবি প্রার্থীদের বরাদ্দ বেড়েছে, ভোটের আনুষঙ্গিক খরচ বেড়েছে। কিন্তু পরিবহণ ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি।

শান্তিনিকেতন মেডিকেলে ইফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বোলপুর

আপনজন: পবিত্র রমজানে আজ বুধবার শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্যোগে ইফতারের আয়োজন করা হয়। কলেজের সভাপতি মলয় পীটের উদ্যোগে আয়োজিত এই ইফতারে রোজাদার সকল ছাত্রছাত্রী, কর্মী, অধ্যাপক সহ এলাকার বহু মৌলনা, মোয়াজ্জিন উপস্থিত ছিলেন। হাজির ছিলেন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ গৌতম নারায়ণ সরকার প্রমুখ।

সাহস থাকলে ডায়মণ্ডে শুভেন্দু দাঁড়াক: শওকাত

বাবলু প্রামানিক ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির তরফ থেকে প্রার্থী করা হোক শুভেন্দু ও শিশির অধিকারীকে এমনই মন্তব্য করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। বুধবার দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে একটি পদযাত্রা আয়োজন করে তৃণমূল কংগ্রেস। ক্যানিংয়ের হেলিকপ্টার মোড় থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে তা শেষ হয় নতুন অটো স্ট্যান্ডে গিয়ে। সেখানে বক্তব্য রাখছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা ওদের নেই তাই ওরা এখনো প্রার্থী ঘোষণা করতে পারছে না। ওদের যদি সাহস থাকে তো শুভেন্দু অধিকারী নিজে দাঁড়াক নতুবা শিশির অধিকারী কে প্রার্থী করুক। উল্লেখ্য মঙ্গলবার দলীয় কর্মীদের আক্রমণের প্রতিবাদে একটি প্রতিবাদ সভা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই মিছিলের পাল্টা প্রতিবাদ মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের জয়নগর কেন্দ্রে প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলকে নিয়ে এদিন মিছিল শুরু হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস প্রমুখ। প্রতিমা মন্ডল বলেন, শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে তৃণমূল নেতৃত্বের কদর্য ভাষা আক্রমণ করছেন তারই প্রতিবাদে এই প্রতিবাদ সভা।

৪০ ডিগ্রির তাপপ্রবাহে পুড়ছে গোটা বাঁকুড়া

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: গত তিনদিন ধরে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রীর আশপাশে। বেলা বাড়তেই শুরু হচ্ছে গরম হাওয়ার দাপট। প্রবল তাপপ্রবাহে নাকাল পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়ার আপামর মানুষ। প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবন ও জীবিকায়। পশ্চিমের জেলা বাঁকুড়ার আবহাওয়া এমনিতেই চরম শীতে যেমন তাপমাত্রা হু হু করে নামে তেমনই গ্রীষ্ম আসতেই চড়চড়িয়ে উঠতে শুরু করে তাপমাত্রার পারদ। চলতি বছর মার্চের শেষ থেকেই বাঁকুড়ায় উঠতে শুরু করে তাপমাত্রার পারদ। ৩১ মার্চ তা ৪০ ডিগ্রী অতিক্রম করে। ১ এপ্রিল ও ২ রা এপ্রিল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে ছিল ৪০ ডিগ্রী ও ৩৯.৫ ডিগ্রী। সকাল হতেই মাথার উপর উঠতে শুরু করেছে গনগনে সূর্য। শুরু হয়েছে প্রবল তাপপ্রবাহও। প্রবল এই গরমে নাভিশ্বাস দশা সাধারণ মানুষের। বেলা বাড়তেই প্রবল দাবদাহ থেকে বাঁচতে মানুষ ঢুকে পড়ছেন বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে। খুব জরুরী কাজ ছাড়া রোদের সময় বিশেষ একটা বাড়ির বাইরে পা রাখছেন না কেউই।

এয়ারটেলের পরিধি বৃদ্ধি দ. ২৪ পরগনায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ভারতী টেলিযোগাযোগ পরিষেবা প্রদানকারী এয়ারটেল ঘোষণা করেছে যে, তার নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অতিরিক্ত সাইট স্থাপন করেছে। এই বাড়তি সাইটের মাধ্যমে এয়ারটেল নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছে মোবাইল যোগাযোগের সুবিধা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ এলাকায়। এই প্রকল্পের অধীনে ২৯০৮টি গ্রামে অতিরিক্ত নেটওয়ার্ক প্রসারিত হয়েছে, যা গ্রাহকদের উচ্চ গতির সংযোগ সরবরাহ করবে। এই উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার জনগণ পড়াশোনার এবং বিনোদনের জন্য নির্ভরযোগ্য মোবাইল নেটওয়ার্ক অনুভব করতে পারবেন।

হাজি নুরুলের বৈঠক

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে শাসন থানার স্বস্তি ভিলেজে বুধবার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছিলেন মন্ত্রী সুজিত বসুও। ছবি: মনিরুজ্জামান

আপনজন: লাভপুর ব্লকের জামনা অঞ্চলের ধ্রুববাটি গ্রামের রাস্তায় রৌপ্যমুদ্রার ছড়াছড়িতে চাঞ্চল্য।

দাওয়াত

الدعوة

- লাইলাতুল কদরে ফজিলত ও বিশেষ আমল
- ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও আমল

- ইতিকাফ কারা করবেন, কখন করবেন
- এক যুগ পর মুসল্লিদের আগমনে মুখরিত ধ্বংস হওয়া উমায়েদ মসজিদ

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ৪ এপ্রিল, ২০২৪

লাইলাতুল কদরে ফজিলত ও বিশেষ আমল

বিশেষ প্রতিবেদন

মহিমান্বিত মাস রমজানের শ্রেষ্ঠ রাত লাইলাতুল কদর। এ রাতে নাজিল হয় পবিত্র কুরআন।

লাইলাতুল কদরে আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের ক্ষমা করেন এবং হজরত জিবরাইল আলাইহিস সালামসহ রহমতের ফেরেশতারা পৃথিবীতে আগমন করেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ‘কদর’ নামে একটি সূরা নাজিল করেছে এবং তাতে ঘোষণা দিয়েছেন, ‘কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। ’

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হজরত রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, ‘তোমাদের মাঝে রমজান আগমন করেছে।

তাতে রয়েছে এমন রাত যা হাজার রাতের চেয়ে উত্তম। যে সে রাত থেকে বঞ্চিত হলো- সে কল্যাণ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হলো। আর হতভাগা ব্যক্তি ব্যতিত কেউ তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না।

-সুনানে ইবনে মাজাহ

হজরত রাসূলুল্লাহ সা. ইবাদত-বন্দেগি, জিকির-আজকার ও আত্মিক সাধনার মাধ্যমে রমজানে কদরের রাত ও তার কল্যাণ অনুসন্ধান করতেন। বিশেষ করে রমজানের শেষ দশকে তিনি সব ধরনের জাগতিক কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতেন। তিনি এ সময় ইতিকাফ করতেন এবং ইবাদতের মাধ্যমে কদরের রাত অনুসন্ধান করতেন।

হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, হজরত রাসূলুল্লাহ সা. প্রত্যেক রমজানে দশ দিন ইতিকাফ করতেন এবং মৃত্যুর বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন। -সহিহ বোখারি

হজরত রাসূলুল্লাহ সা. তার উম্মতকেও রমজানের শেষ দশকে কদরের রাত অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ হাদিসে তিনি কোনো রাত নির্ধারণ করেননি।

হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। হজরত রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘তোমরা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান কর। ’ -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

তবে লাইলাতুল কদর ২৭ রমজানের রাতে হওয়ার ব্যাপারেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। হজরত মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. থেকে বর্ণিত। হজরত রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ‘কদরের রাত হলো- সাতাশের রাত। ’ -সুনানে আবু দাউদ

হজরত রাসূলুল্লাহ সা. আল্লাহর ইবাদত ও জিকিরের মাধ্যমে কদরের রাত অনুসন্ধান করতেন। এ রাতে রাসূল সা. অধিক পরিমাণ নামাজ আদায় করতেন। রাত্রী জাগরণ করতেন। সাহাবাদেরও নামাজ আদায় করতে বলতেন।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, ‘যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে কদরের রাতে নামাজ আদায় করবে আল্লাহ তার পেছনের সব পাপ মার্জনা করবেন। ’ -সহিহ বোখারি ও মুসলিম

হজরত রাসূলুল্লাহ সা. রমজানে বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কদরের রাতে তেলাওয়াতের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতেন। হজরত ফাতেমা রা. থেকে বর্ণিত, ‘তার পিতা তাকে বলেছে, প্রতি রমজানে জিবরাইলকে আ. একবার কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। কিন্তু মৃত্যুর বছর তিনি তাকে দু’বার কোরআন শোনান। ’ -সুনানে বায়হাকি

কদরের রাতে রাসূল সা. দোয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন। হাদিসে একটি বিশেষ দোয়ার বর্ণনাও পাওয়া যায়। হজরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে সা. বলি, কদরের রাতে আমি কী বলবো, তিনি বলেন, তুমি পড়বে-

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফউন। তুহিব্বুল আফওয়া, ফা’ফু আন্নি।

অর্থ: হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন।

-সুনানে নাসায়ি

কদরের রাতের আরেকটি দোয়ার বর্ণনা হাদিসে পাওয়া যায়। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. নিম্নের দোয়াটি বেশি বেশি পাঠ করতেন-

اللّهمّ إنّي أسألُك العافية في الدّنيا والآخرة، اللّهمّ إنّي أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফিয়াতা ফিদ-দুনইয়া ওয়াল আখিরা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ফি দিনি ওয়া দুনইয়ায়া ওয়া আহলি ওয়া মালি। - আল আদাবুল মুফরাদ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের অনুগ্রহ চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার ধর্ম, আমার জাগতিক জীবন, আমার পরিবার ও সম্পদের ব্যাপারে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

রমজানে ইতিকাফের নিয়ম

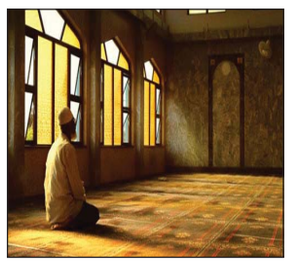

ফেরদৌস ফয়সাল

সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুকালের জন্য ধ্যান করাকে ইতিকাফ বলে। অনেকে রমজান মাসের শেষ ১০ দিন মসজিদে অবস্থান করে ইতিকাফ করেন। বিশেষ নিয়তে বিশেষ অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলে। ইতিকাফরত অবস্থায় বান্দা নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়ার অন্য সব কিছু থেকে আলাদা করে নেন। মূলত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায় ইতিকাফে। কোরআনে আছে, ‘আর স্মরণ করো সেই সময়কে, যখন আমি (কাবা) ঘরকে মানুষের মিলনক্ষেত্র ও আশ্রয়স্থল করেছিলাম। (আর আমি বলেছিলাম) তোমরা ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকেই নামাজের জায়গারূপে গ্রহণ করো। আর যখন আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ করি যে তোমরা আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে, তাদের জন্য যারা এ প্রদক্ষিণ করবে, এখানে বসে ইতিকাফ করবে এবং এখানে রুকু ও সিজদা করবে।’ (সুরা বাকারা, আয়াত: ১২৫)।

ইতিকাফ তিন প্রকার। ১. সুন্নত: রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ। ২. নফল: যেকোনো সময় ইতিকাফ করা। ৩. ওয়াজিব: মানতের ইতিকাফ। একজন ইতিকাফ করলে পুরো মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে এটি আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই ইতিকাফ না করলে সবাই গুনাহগার হবে।

শেষ ১০ দিনের এই ইতিকাফের গুরুত্ব অপরিসীম। নবী (সা.) ইতিকাফ করেছেন, সাহাবিরাও করেছেন, হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, ‘ইন্তেকাল পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেছেন, এরপর তাঁর স্ত্রীরাও ইতিকাফ করেছেন।’ (বুখারি, হাদিস: ১,৮৬৮; মুসলিম, হাদিস: ২,০০৬)

হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন, ‘যখন রমজানের শেষ ১০ রাত আসত, তখন নবী করিম (সা.) বেশি ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন এবং রাত জেগে থাকতেন। আর পরিবার-পরিজনকেও তিনি জাগিয়ে দিতেন।’ (বুখারি, হাদিস: ১,০৫৩)। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আমি কদরের রাতের সন্ধানে প্রথম ১০ দিন ইতিকাফ করলাম। এরপর ইতিকাফ করলাম মধ্যবর্তী ১০ দিন। এরপর অহির মাধ্যমে আমাকে জানানো হলো যে তা শেষ ১০ দিনে। সুতরাং তোমাদের যে ইতিকাফ পছন্দ করবে, সে যেন ইতিকাফ করে।’ এরপর মানুষ তাঁর সঙ্গে ইতিকাফে শরিক হয়। (মুসলিম, হাদিস: ১,৯৯৪)

রমজানে ইতিকাফ সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া

মুহাম্মাদ উছমান গনী

রমজানে একটি ফরজ—এক মাস রোজা রাখা; দুটি ওয়াজিব—সদকাতুল ফিতর প্রদান করা ও ঈদের নামাজ আদায় করা; পাঁচটি সুন্নত—সাহরি খাওয়া, ইফতার করা, ২০ রাকাত তারাবিহ নামাজ পড়া, কোরআন করিম তিলাওয়াত করা ও শেষ দশক ইতিকাফ করা। হজরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেছেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.) তিনটি আমল জীবনে কখনো পরিত্যাগ করেননি—তাহাজ্জুদ নামাজ, প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ ‘আইয়ামে বিদ’-এর রোজা পালন ও রমজানের শেষ দশক ইতিকাফ।’ (জামিউস সগির ও সহিহ বুখারি: ১৯৭৫)

হজরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, ‘নবী করিম (সা.) আজীবন রমজান মাসের শেষ দশকগুলো ইতিকাফ করেছেন। তাঁর ওফাতের (আগে) পরেও তাঁর বিবিগণ (ঘরে) ইতিকাফ করতেন।’ (বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ; আলফিয়্যাতুল হাদিস: ৫৪৬, পৃষ্ঠা: ১২৯)

‘ইতিকাফ’ অর্থ—অবস্থান করা, আবদ্ধ করা, আবদ্ধ থাকা বা আবদ্ধ রাখা। পরিভাষায় ইতিকাফ হলো ইবাদতের উদ্দেশ্যে ইতিকাফের নিয়তে নিজেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবদ্ধ রাখা। ২০ রমজান সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ঈদের চাঁদ তথা শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যাওয়া বা ৩০ রমাদান পূর্ণ হয়ে ওই দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইতিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। কোনো মসজিদ মহল্লায় কয়েকজন বা কোনো একজন আদায় করলে সবাই দায়মুক্ত হবে। আর কেউই আদায় না করলে সবাই সুন্নত তরকের জন্য দায়ী থাকবে। তবে যিনি বা যাঁরা আদায় করবেন, শুধু তিনি বা তাঁরাই সওয়াবের অধিকারী হবেন। রমজানে মাসের শেষ দশকে রয়েছে মহিমান্বিত রজনী—‘শবে কদর’। ইতিকাফকারীর ২৪ ঘণ্টা ইবাদত হিসেবে গণ্য, তাই তার শবে কদর নিশ্চিত, যা হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (সুরা-৯৭ কদর, আয়াত: ১-৫)

পুরুষদের মসজিদে ইতিকাফ করতে হয়; কিন্তু মহিলারা নির্দিষ্ট ঘরে বা নির্ধারিত কক্ষে ইতিকাফ করবেন। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও একান্ত বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাফের ঘর বা কক্ষ থেকে বের হবেন না। অজু ইস্তিঞ্জা বা পাক-পবিত্রতার জন্য বাইরে বের হলে কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন না বা সালাম বিনিময় করবেন না। কেউ সালাম দিলে তার জবাবও দেবেন না। তবে দরকার হলে ওই কক্ষের ভেতর থেকে বাইরের কাউকে ডাকতে পারবেন এবং কেউ ভেতরে এলে তাঁর সঙ্গে সালাম বিনিময় ও কথাবার্তা বলতে পারবেন।

ইতিকাফ কক্ষে এমন কেউও অবস্থান করতে পারবেন, যাঁরা ইতিকাফ করছেন না। ইতিকাফ কক্ষটি যদি শয়নকক্ষ হয় এবং একই কক্ষে বা একই বিছানায় অন্য যেকোনো কেউ অবস্থান করেন, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই; এমনকি স্বামীও পাশে থাকতে পারবেন; তবে স্বামী-স্ত্রীসুলভ আচরণ ইতিকাফ অবস্থায় নিষিদ্ধ, এর দ্বারা ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইতিকাফের সময় ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকবেন। আল্লাহ তাআলা কোরআন মাজিদে বলেন, ‘আর তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ো না, যখন তোমরা ইতিকাফরত থাকবে মসজিদে (বা নির্দিষ্ট স্থানে)।’ (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৮৭)

ইতিকাফ জামে মসজিদে যেমন করা যায়, তেমনি পাঞ্জেগানা মসজিদেও করা যায়। এমতাবস্থায় জুমার নামাজ আদায়ের জন্য শুক্রবারে জামে মসজিদে যেতে হবে, এতে ইতিকাফের কোনো ক্ষতি হবে না। জুমার আজানের পর যাবেন এবং নামাজের পর চলে আসবেন। আসা-যাওয়ার পথে বা জুমা মসজিদে কারও সঙ্গে কথা বলবেন না, প্রয়োজনে ইশারায় বা সংকেতে নির্দেশ ও উত্তর প্রদান করবেন। পাঞ্জেগানা মসজিদে ইতিকাফকালীন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতে আদায় করবেন। কখনো কোনো কারণে জামাত না হলে নিজেই আজান ইকামত দিয়ে নামাজ আদায় করবেন। ওয়াক্তিয়া নামাজের জামাতের জন্য ইতিকাফ ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া যাবে না। এ জন্যই সম্ভব হলে জামে মসজিদে ইতিকাফ করাই উত্তম।

সুন্নত ইতিকাফ কমপক্ষে ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা রোজাসহ পালন করতে হয়। নির্দিষ্ট দিন সূর্যাস্তের পূর্বে ইতিকাফের স্থানে প্রবেশ করবেন এবং পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকবেন। রমজান ছাড়াও ইতিকাফ করা যায়। তবে তা হতে হবে রোজাসহ। ইতিকাফ আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি জোগায় এবং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে।

ইতিকাফকারী ইতিকাফ ছেড়ে বাইরে কোনো ইবাদতে শরিক হতে পারবেন না, যেমন মসজিদের বাইরে অনুষ্ঠিত জানাজা নামাজ ইত্যাদি। ইতিকাফকারী বাইরের ইবাদতে শরিক না হয়েও সেসব ইবাদতের সওয়াব পাবেন।

ইতিকাফ কারা করবেন, কখন করবেন

আসআদ শাহীন

ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ হলো অবস্থান করা। পারিভাষিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মসজিদে অবস্থান করে এবং ইবাদতে লিপ্ত হয় তাকে বলা হয় ‘আকিফ’ এবং ‘মুতাকিফ’। অর্থাৎ ইতিকাফকারী। (লিসানুল আরব, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা : ২৫৫)

শরিয়তের পরিভাষায় ইতিকাফ মানে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করা। (উমদাতুল কারি, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা : ১৪০)

ইতিকাফ হলো এমন একটি ইবাদত, যা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)-এর সময় থেকে চলে আসছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনেও এর কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় খলিল ইবরাহিম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন কাবা গৃহ নির্মাণের পর তাওয়াফ করতে এবং ইতিকাফকারী ও নামাজ আদায়কারীদের জন্য তা (আল্লাহর ঘর) পরিষ্কার রাখতে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘এবং আমি ইবরাহিম ও ইসমাঈলকে হুকুম করি, তোমরা আমার ঘরকে সেই সকল লোকের জন্য পবিত্র করো, যারা (এখানে) তাওয়াফ করবে, ইতিকাফ করবে এবং রুকু ও সিজদা আদায় করবে। ’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১২৫)

মূলত রমজান মাস হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইবাদতের বসন্তকাল এবং ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মৌসুম। যদিও এই মাস গুনাহগার ও নাফরমানদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুবর্ণ সুযোগের মাধ্যম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি নেক ও পরহেজগার ব্যক্তিদের জন্য রহমত, বরকত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মূল মাধ্যম। তাই আল্লাহ তাআলা রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফের মতো মহান ইবাদতের বিধান রেখেছেন। এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি মহা উপহার। যা পূর্ববর্তী নবী (আ.) থেকে সাহাবায়ে কিরামরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আমল করে এসেছেন। শরিয়তে ইতিকাফ হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। (আল ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ১৩৬)

রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি স্বতন্ত্র সুন্নত এবং এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে যে রাসুলুল্লাহ (সা.) সর্বদা এর প্রতি যত্নবান ছিলেন। ইমাম জুহরি (রহ.) বলেন, অনেক আমল তো নবীজি (সা.) কখনো করেছেন আবার কখনো ছেড়েও দিয়েছেন। কিন্তু মদিনায় হিজরত করার পর থেকে ওফাত পর্যন্ত রমজান মাসের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফের আমলটি তিনি কখনোই ছেড়ে দেননি। অথচ বড়ই আশ্চর্য ও আফসোসের বিষয় হলো, এই মর্যাদাপূর্ণ আমলটির ব্যাপারে মানুষ তেমন গুরুত্ব দেয় না। (ফাতহুল বারি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৫)

হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৫)

নবীপত্নীরাও নিজ নিজ ঘরে ইতিকাফ করতেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করতেন। তাঁর ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। এরপর তাঁর সহধর্মিণীরাও (সে দিনগুলোতে) ইতিকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৬)

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) রমজানের মধ্যম দশকে ইতিকাফ করতেন। (বুখারি, হাদিস : ২০২৭)

ওফাতের বছর মহানবী (সা.) ২০ দিন ইতিকাফ করেছিলেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রতি রমজানে ১০ দিন ইতিকাফ করতেন, কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের বছর তিনি ২০ দিন ইতিকাফ করেছেন। (বুখারি, হাদিস : ২০৪৪)

এ ছাড়া ইতিকাফ হলো, আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে অবস্থান করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন, দুনিয়াবিমুখতা এবং আল্লাহর রহমতে সিক্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর ইতিকাফকারী ব্যক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে আতা (রহ.) বলেন যে কোনো ব্যক্তি এসে কারো দরজায় কড়া নাড়ল এই বলে যে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে কিছু না দেওয়া হবে, ততক্ষণ সে এখান থেকে এগোবে না। অনুরূপভাবে ইতিকাফকারী ব্যক্তিও আল্লাহ তাআলার দরজায় কড়া নাড়তে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ক্ষমা অর্জিত না হয়, ততক্ষণ সে আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হয়ে ফিরে আসে না। (মারাকিল ফালাহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা : ২৬৯)

ইতিকাফের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) বলেন, মসজিদে ইতিকাফ হচ্ছে হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার পবিত্রতা ও চিত্তের নিষ্কলুষতা; চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও বিশুদ্ধতা। ফেরেশতাদের গুণাবলি অর্জন এবং লাইলাতুল কদরের সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভসহ সব ধরনের ইবাদতের সুযোগ লাভের সর্বোত্তম উপায়। এ জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইতিকাফ পালন করেছেন এবং তাঁর পূতঃপবিত্র বিবিগণসহ সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই এই সুন্নতের ওপর আমৃত্যু আমল করেছেন। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ৪২)

সওয়াবের দিক থেকে ইতিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো মসজিদুল হারাম। এরপর মসজিদে নববী। তারপর মসজিদুল আকসা। এরপর যেকোনো জামে মসজিদ। তারপর যেকোনো পাঞ্জেগানা মসজিদ।

তবে নারীদের জন্য ইতিকাফের স্থান হলো ঘরের নির্দিষ্ট কোনো পবিত্র স্থান। এ ক্ষেত্রে স্বামীর অনুমতি প্রযোজ্য। নারীদের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি। কারণ বর্তমান যুগ ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগ। মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার প্রবল আশঙ্কা এবং অনৈতিকতা, অশ্লীলতারও আশঙ্কা আছে। তাই বর্তমান যুগে নারীদের মসজিদে ইতিকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি। (আল মাবসুত লিল সারাখসি, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৫)

ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য ও আমল

বিশেষ প্রতিবেদন

সারা বিশ্বের মুসলিমদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর। ঈদ মানে খুশি। ঈদ মানে যা বারবার ফিরে আসে।
মুসলমানদের জীবনে অপার আনন্দের বার্তা নিয়ে বারবার ঈদ আসে। ফিতর মানে ভঙ্গ করা। পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম আদায়ের পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন সকালে সিয়াম ভঙ্গ করে আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ আনন্দ উৎসব করা। এটিকে রোজার ঈদও বলা হয়।
তাৎপর্য
মুসলমানরা অনাবিল আনন্দের মাধ্যমে ঈদুল ফিতর উদযাপন করে থাকে। রমজান মাসের সিয়াম আদায় করার পর সব দুঃখ, কষ্ট ভুলে শাওয়াল মাসের এক ফালি চাঁদ দেখার প্রহর গুনতে থাকে সবাই। পূর্নতা, আনন্দ, বিজয়ের বার্তা নিয়ে আগমন ঘটে শাওয়াল মাসের। এরপর থেকেই প্রতিটা মুসলিম উৎসবের আমেজে মেতে ওঠে। ছোট বড় সবাই আনন্দে পুলকিত হয়ে ওঠে।
পূর্বের সব হিংসা-ক্লেশ-বিচ্ছিন্নতা ভুলে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় প্রতিটি মুসলিম।
মাহে রমজানের সিয়ামের মাধ্যমে নিজেদের অতীত জীবনের সকল পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হওয়ার অনুভূতি ধারণ করেই পরিপূর্ণতা লাভ করে ঈদের খুশি।
রাসুলুল্লাহ (সা.) সানন্দে ঘোষণা করেন, 'প্রতিটি জাতিরই আনন্দ-উৎসব রয়েছে, আমাদের আনন্দ-উৎসব হচ্ছে এই ঈদ।' (বুখারি ও মুসলিম)
অন্যান্য জাতির উৎসব শুধু নিজেদের মাঝে কেন্দ্রীভূত কিন্তু মুসলিমদের উৎসব ধনী-গরিব সব মানুষের মহামিলনের বার্তা বহন করে। ঈদুল ফিতর ভাতৃত্ববন্ধন অটুট রাখতে উদ্বুদ্ধ করে, ত্যাগের শিক্ষা দেয়। তাই ঈদুল ফিতরের দিন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে এর মাধ্যমে ধনী-গরিব সব ভেদাভেদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবাই একই বেশে একই সাজে হাতে হাত মিলিয়ে কোলাকুলি করে ভাতৃত্বের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে তোলার সুযোগ হয়।
ঈদের অন্যতম ফজিলত পূর্ণ খুশির মাধ্যম হলো ঈদের দুই রাকাত সালাত যা ওয়াজিব। আল্লাহর কাছে পূর্ণতা চাওয়ার এক অপার সুযোগ এ সালাত। এক কাতারে দাঁড়িয়ে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের একসঙ্গে নামাজ পড়ার সুযোগ এনে দেয় ঈদ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সিয়াম আদায়ের পর ঈদের সালাত আদায় করা হয়। সালাত আদায়ের পর ঈদগাহ ময়দানে একে অপরের হাতে হাত, বুকে বুক রেখে আলিঙ্গন করলে মুসলমানরা সারা মাসের রোজার কারণে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-দুঃখ-ক্লেশ ভুলে যায়। সমাজের সর্বস্তরের মুসলিম জনতা ঈদের সালাতের বার্ষিক জামাতে সানন্দে উপস্থিত হয়। এ যেন একে অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কোলাকুলি ও কুশল বিনিময়ের এক অপূর্ব সুযোগ। তখন ছোট-বড়, ধনী-গরিব, আমির-ফকির, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে কোনো রকম ভেদাভেদ বা বৈষম্য থাকে না।
ঈদুল ফিতর বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসব। ঈদের মাধ্যমে যে আনন্দ, আত্মতৃপ্তি অনুভব হয় তা অন্য কোনো উৎসবে হয়না।
আমল
ঈদুল ফিতরের দিন আমাদের কিছু করনীয় থাকে। যেগুলো ঈদকে আরও পরিপূর্ণ করে। ঈদুল ফিতরের সুন্নতের মধ্যে প্রথমটি হলো শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে ঈদের সালাত আদায় পর্যন্ত তাকবির দেওয়া।
দ্বিতীয়টি হলো ঈদের সালাতের পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা।
তৃতীয়ত, সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া-মেসওয়াক করা-গোসল করা-সাধ্যমত নতুন বা উত্তম পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি ব্যবহার করা।
চতুর্থত, ঈদের সালাতে যাওয়ার আগে মিষ্টিমুখ করে বের হওয়া। আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) 'ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। অপর এক বর্ণনায় আনাস (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তা বিজোড় সংখ্যায় খেতেন।(সহিহ বুখারি -৯৫৩)
পঞ্চমটি হলো, সম্ভব হলে ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়া আসার ক্ষেত্রে ভিন্ন রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করা। এতে অনেক মানুষের সাথে কুশল বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।
ষষ্ঠত, ঈদগাহে যাওয়ার সময় প্রাপ্ত বয়স্ক অপ্রাপ্ত বয়স্ক সব নারীদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া (যদিও আমাদের দেশে এটি প্রচলিত নয়, নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকে না)। উম্মু আতিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, ঈদের দিন আমাদের বের হবার আদেশ দেওয়া হতো। এমন কী আমরা কুমারীদেরও অন্দর মহল থেকে বের করতাম আর ঋতুবতী মেয়েদেরকেও। তারা পুরুষদের পেছনে থাকতো এবং তাকবির বলতো এবং তাদের দু'আর সাথে দু'আ করত- সে দিনের বরকত এবং পবিত্রতা তারা আশা করত। (সহিহ বুখারি ৯৭১)
সপ্তমটি হলো, ঈদের সালাত আদায় এবং খুতবা শোনা।
আবদুল্লাহ্ ইবনে 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.) 'ঈদুল আযহা ও 'ঈদুল ফিতরের দিন সালাত আদায় করতেন আর সালাতের পরে খুতবা দিতেন। (সহিহ বুখারি - ৯৫৭)
অষ্টমটি হলো, কুশল বিনিময় করা। একে অপরকে অভিবাদন জানানো সুন্দর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।
হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেছেন, 'জোবায়ের ইবনে নফীর থেকে সঠিক সূত্রে বর্ণিত যে রাসূল (সা.) এর সাহাবায়ে কেরাম ঈদের দিন সাক্ষাৎকালে একে অপরকে বলতেন: "আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও আপনার ভাল কাজগুলো কবুল করুন।" [আল মুজামুল কাবির লিত তাবারি : ১৭৫৮৯]
তবে, ঈদ মোবারক বা শুভকামনামূলক যে কোনো বাক্য ব্যবহার করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা যায়। ঈদের আনন্দঘন মূহুর্তে সবার মাঝে ভাতৃত্ব বন্ধন দৃঢ় হোক। বিলুপ্ত হোক সব ভেদাভেদ। মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি-সংযম-সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তি লাভ করুক এটাই হোক ঈদের ঐকান্তিক কামনা।

কেমন হবে মুমিনের ঈদ

ইসমাঈল সিদ্দিকী

মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার পর আনন্দের বার্তা নিয়ে উদিত হয় ঈদের চাঁদ। আসন্ন এই ঈদানন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিত্তশালী ও সামর্থ্যবানরা এগিয়ে আসুন। ঈদের এই আনন্দোৎসবকে আরো রঙিন করতে গরিব ও অসহায়দের দিকে সাম্যের হাত বাড়িয়ে দিন।
নোমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, সব মুমিন এক দেহের মতো। যখন তার চোখে যন্ত্রণা হয়, তখন তার পুরো শরীরই তা অনুভব করে। যদি তার মাথা ব্যথা হয়, তাতে তার পুরো শরীরই বিচলিত হয়ে পড়ে। (মুসলিম, হাদিস : ২৫৮৬)
বয়স্কদের খবর নিন
আর যারা বয়স্ক, বয়সের ভারে ন্যুব্জ; তাদের দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাই। এদের কারো প্রতি কোনো করুণা নয়, বরং সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এগিয়ে যাই। নিজেদের ঈদের কেনাকাটার কিছু অংশ তাদেরও দিই।
অসুস্থদের ভুলে না যাই
ঈদ উৎসব পালনকালে সেই সব ভাই-বোনের কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা কঠিন পীড়ায় অসুস্থ হয়ে বাড়িতে কিংবা হাসপাতালে পড়ে আছে। ব্যথা, যন্ত্রণা ও মানসিক পীড়নে ঈদের আনন্দ যাদের মাটি হয়ে গেছে। নতুন পোশাক কেনা দূরে থাক, পুরনো কোনো ভালো পোশাকই যাদের নেই।
আমরা যারা সচ্ছল আছি, তাদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করি। সেবা-শুশ্রূষা করে হোক, আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে হোক, এদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিজেদের কল্যাণের জন্য তোমরা যে উত্তম কাজ করে থাকো, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে পাবে।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১১০)
আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাই
সারা বছর কর্মব্যস্ততার কারণে আমরা অনেক আপনজনকেই ভুলে থাকি। খোঁজখবর নেওয়ার সময়-সুযোগ হয়ে ওঠে না। ঈদের উৎসবে অবসর যাপনের দিনগুলোতে আমরা আত্মীয়স্বজনের খোঁজ নিই। তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাই। সুখ-দুঃখের কথা শুনি। কেউ আর্থিক টানাপড়েনে থাকলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। জীবন চলার পথে বিভিন্ন পর্যায়ে কারো কারো সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। ঈদের সময় পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করা ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উত্তম সময়। হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) বলেছেন, কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, যে তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে। তাদের অবস্থা এমন যে দেখা-সাক্ষাৎ হলে একজন অন্য জনকে এড়িয়ে চলে। এ দুজনের মধ্যে ওই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে প্রথম সালাম দেয়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬৬৯৭)
ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মুসলমানদের আত্মশুদ্ধি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ পরিব্যাপ্তি লাভ করুক—এটাই হোক ঈদ উৎসবের ঐকান্তিক কামনা।

হজ্জ গাইড: হজ্জযাত্রীদের অনন্য সফরসঙ্গী

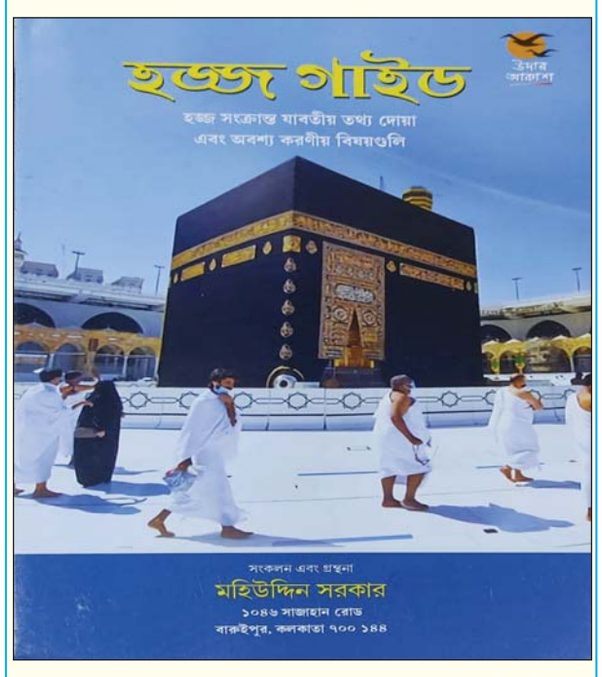

জহির-উল-ইসলাম

একজন শারীরিকভাবে সুস্থ আর্থিক দিক থেকে সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য জীবনে অন্ততঃ একবার পবিত্র হজ্জব্রত সম্পাদন করা ফরজ বা বাধ্যতামূলক। পবিত্র কুরআন শরীফে মহান আল্লাহতায়ালা সূরা আল্ ই-ইমরান-এ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা তো বাক্কাস (মক্কায়), উহা আশিস-প্রাপ্ত এবং বিশ্বজগতের দিশারী। ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) ইব্রাহিমের দাঁড়াবার স্থান এবং যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং যে অস্বীকার করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ্ জগতের উপর নির্ভরশীল নন।' (৩ : ৯৫-৯৭) অন্যদিকে সূরা হজ্জ-এ আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'এবং মানুষের কাছে তাদের হজ্জ ঘোষণা করে দাও; ওরা তোমার কাছে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে আসবে, আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে। যাতে ওরা ওদের কল্যাণ লাভ করে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। ওদের তিনি পশু থেকে তার যবাইকালে (কুরবানী) যে জীবনোপকরণ (মাংস ইত্যাদি) দিয়েছেন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। তারপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহ (কাবা) তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করে।' (২২ : ২৭-২৯)
অন্যদিকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মুখনিঃসৃত বাণী থেকেও উপলব্ধি করা যায় পবিত্র হজ্জের অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা। কঠোর ভাষায় তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর ঘরে পৌঁছবার জন্য যার পাথেয় ও বাহন আছে অথচ সে হজ্জ করে না সে ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়ে প্রাণত্যাগ করল কিনা তাতে কিছু এসে যায় না।' (তিরমিজি) এক ব্যক্তি তাঁর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সা.), কিসে হজ্জ ফরজ হয়?' জবাবে তিনি জানালেন, 'পাথেয় ও যানবাহনের সুবিধা।' (তিরমিজি, ইবনে মাজা। বর্ণনায়ঃ ইবনে উমার রা.)
মানুষের আর্থিক সামর্থ্য বা শারীরিক শক্তি সবসময় একরকম থাকে না। যেকোন সময় আল্লাহর এই মহানিয়ামত হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এমনকি যেকোন মুহূর্তে পার্থিব এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের অবসানও ঘটে যেতে পারে। তাই মহানবী (সা.) দ্রুত হজ্জ সম্পাদনের ব্যাপারে কঠোর তাগিদ দিয়েছেন। বলেছেন, 'দ্রুত হজ্জ পালন কর, কারণ কেউ জানে না যে কখন সে প্রাণত্যাগ করবে।' (সগির) ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোতে তরুণ-তরুণীরা বিবাহের পূর্বে অর্থাৎ জীবন সংগ্রামের শুরুতেই শারীরিক ও মানসিকভাবে চূড়ান্ত সক্ষম থাকা অবস্থায় হজ্জব্রত সম্পন্ন করে থাকেন। আমাদের দেশের মানুষেরা ঠিক এর উল্টোটাই করেন। এদেশ থেকে যাঁরা হজ্জে যান তাঁরা অধিকাংশই নবী (সা.)-র উপরোক্ত নির্দেশনার আলোকে আমল করেন না। বরং জীবনের সব কাজ শেষ করে জীবনসায়াহ্নে শারীরিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়লে সেই অবসরে অবসাদগ্রস্ত শরীর নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই বয়সে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। যেকারণে হজ্জের আনুসঙ্গিক প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ তাঁরা যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারেন না। অন্যদিকে হজ্জ পালনের সঠিক নিয়মকানুনও অনেকের ক্ষেত্রে অজানা থেকে যায়। ফলে প্রভূত অর্থ খরচ ও কষ্টদায়ক দীর্ঘ সফর করে হজ্জ সম্পাদন করলেও অনেক সময় তা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।
এমন একটা ভাবনাকে সামনে রেখে আল্লাহভীরু হজ্জ গমনেচ্ছু বাংলাভাষী মানুষজন যেন খুব সহজেই হজ্জের যথাযথ নিয়মকানুন ও অত্যাবশ্যক দোয়াসমূহ আয়ত্ত করে বিধিসম্মতভাবে পবিত্র হজ্জব্রত সম্পাদন করতে পারেন সেই লক্ষ্যে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মহিউদ্দিন সরকার 'হজ্জ গাইড' শীর্ষক পুস্তিকাটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন। রুচিশীল প্রকাশন সংস্থা 'উদার আকাশ' থেকে প্রকাশিত মাত্র ১৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাটিতে হজ্জ বিষয়ক অবশ্য পালনীয় বিষয়াদিসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ দোয়াসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য মহিউদ্দিন সরকার নিজেই ২০০০ সালে পবিত্র হজ্জব্রত সম্পাদন করেছেন। যে-কারণে এ-সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। হজ্জ সম্পাদন শেষে হজ্জের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুই দশক আগে তিনি 'মক্কা-মদীনার পথে-প্রান্তরে' বইটি লিখে প্রকাশ করেছিলেন, যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠকমহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল।
আলোচ্য গ্রন্থে লেখক মহিউদ্দিন সরকার হজ্জ কয় প্রকার ও কী কী, হজ্জ ও ওমরার কয়েকটি জরুরি আমল, ইহরামের কয়টি অংশ এবং ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি, তালবিয়া কী, এর অর্থই-বা কী, তাওয়াফ করার নিয়ম, তাওয়াফের দোয়াসমূহ, তাওয়াফ শেষে কয়েকটি দোয়া, সায়ী করার নিয়মকানুন, জিলহজ মাসের ৯-১৩ তারিখে কোন্ দিন কোন্ কাজ কিভাবে করতে হয় তার বিবরণ, কঙ্কর নিক্ষেপ করার নিয়ম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াবলী নিয়ে সহজ-সরল ভাষায় খুব সংক্ষিপ্ত সহজবোধ্য আলোচনা করেছেন। এছাড়াও পুস্তিকাটির শুরুতেই হজ্জযাত্রীদের জানার কিছু জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা, মহিলা হজ্জযাত্রীদের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ, বদলি হজ্জ কী তৎসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা, সফরকালে যেসব জায়গায় হাজিদের অবস্থান করা জরুরি তার নামোল্লেখসহ যাত্রাকালে কী কী সামগ্রী সঙ্গে নিতে হবে তার একটা তালিকাও তুলে ধরেছেন।
১০ম হিজরির ৯ জিলহজ আরাফাত ময়দানে প্রদত্ত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক অভিভাষণ সংযোজন গ্রন্থটির মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। মুদ্রণজণিত সামান্য কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও হেরেম শরীফের সুদৃশ্য ছবি সংবলিত মখমল প্রচ্ছদ, উন্নত কাগজে ঝকঝকে মুদ্রণ পাঠকদের যথেষ্ট পরিতৃপ্তি দেবে। হজ্জযাত্রীদের সফরসঙ্গী এই 'হজ্জ গাইড' বইটির কোন বিনিময়মূল্য রাখা হয়নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণকারী পূণ্যলোভাতুর মানুষদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য লেখক মহিউদ্দিন সরকার নিজের পয়সায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই মহৎ কাজকে আল্লাহতায়ালা কবুল করে পরকালে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন এই প্রার্থনা করি।

জাকাত আদায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার

ইবরাহিম সুলতান

জাকাত ইসলামের মূল ভিতের অন্যতম একটি। এটি আবশ্যকীয় আর্থিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, 'জাকাত শরিয়তের এমন একটি অকাট্য বিধান, যা সম্পর্কে দলিল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। জাকাতসংক্রান্ত কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে-অর্থাৎ জাকাত ফরজ হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। জাকাতের ফরজিয়তকে (আবশ্যকীয়তাকে) যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।' (ফাতহুল বারি ৩/৩০৯)
তাই কোরআন মাজিদের একাধিক জায়গায় অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জাকাত আদায়ে আদেশ করা হয়েছে এবং আদেশ পালনকারীদের জন্য অফুরন্ত পুরস্কার, মহা প্রতিদান ও আত্মশুদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যারা একনিষ্ঠভাবে জাকাত আদায় করে নিম্নে কোরআন-হাদিস থেকে তাদের ব্যাপারে ১০টি পুরস্কারের কথা তুলে ধরা হলো–
আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার
শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা জাকাত আদায় করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার। যারা বিশেষ এই পুরস্কারে ভূষিত হবে, তারাই তো আখিরাতে সফলকাম হবে।
ইরশাদ হয়েছে, 'এবং যারা নামাজ আদায় করে, জাকাত দেয়, আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদের মহাপুরস্কার দেব।' (সুরা : নিসা, আয়াত : ১৬২)
জাকাত আদায় প্রকৃত মুমিনের কাজ
মুমিনরাই জাকাত দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী তারাই হলো সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই (প্রকৃত মুমিন) আল্লাহকে ভয়কারী।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৭৭)
এক বর্ণনায় নবী করিম (সা.) জাকাতকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, নামাজ হচ্ছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি।
সদকা তথা জাকাত হচ্ছে দলিল। ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতির্ময়। (মুসলিম, হাদিস : ৪২২)
অর্থাৎ জাকাত হলো দাতার দৃঢ় ও মজবুত ঈমানের পরিচয় ও নিদর্শন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের স্বীকারোক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সম্পদের মায়া ত্যাগ করে খুশি মনে দান করা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের আলামত।
অন্তরের আত্মশুদ্ধি
জাকাত আদায়ের আরেকটি সুফল বা উপকারিতা হচ্ছে অন্তরের আত্মশুদ্ধি। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নবী, আপনি তাদের ধন-সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে দেবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তি। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১০৩)
এখানে পবিত্র করার ব্যাখ্যা হচ্ছে, কৃপণতা, দুনিয়ার আসক্তি ও ধন-সম্পদের মোহ থেকে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। সারা জীবন শুধু সম্পদ অর্জনের পেছনে ব্যয় করা থেকে নিজেকে সামান্য অব্যাহতি দেওয়া।
ধন-সম্পদে পবিত্রতা ও বরকত লাভ
জাকাত অর্থ পবিত্র করা। যেহেতু এটি মানুষের ধন-সম্পদকে পবিত্র ও বরকতময় করে তোলে, তাই একে ইসলামী পরিভাষায় জাকাত বলা হয়। মুসনাদে আহমদের বর্ণনা, আনাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি সম্পদশালী ও আমার আত্মীয়-স্বজনও অনেক। আর আমি শহরে বাস করি। আমাকে বলুন, কিভাবে নিজের সম্পদ ব্যয় করব? তিনি বলেন, জাকাত আদায় করবে। কারণ জাকাত হলো সম্পদের পবিত্রতা, তা তোমাকে পবিত্র করবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে। অসহায়, মিসকিন, প্রতিবেশী ও অভাবীদের হকের প্রতি লক্ষ রাখবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১২৩৯৪)
জাকাত আদায়কারী মুমিনের বন্ধু
মানুষের প্রকৃত বন্ধু কারা–এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং মুমিনরা, যারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং বিনম্র।' (সুরা : মায়িদা,আয়াত : ৫৫)
মসজিদ আবাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত
যারা জাকাত আদায় করবে তাদের মসজিদ আবাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা ঈমান এনেছে,আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে নামাজ ও আদায় করে জাকাত। আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সুরা : তাওবা, আয়াত : ১৮)
জাকাত আদায়ে সফলতার ঘোষণা
এই মর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'এসব লোকই তাদের রবের পক্ষ থেকে আসা হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এরাই সফলকাম, যারা নামাজ আদায় করে, জাকাত দেয় এবং আখিরাত সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।' (সুরা : লুকমান,আয়াত : ৪)
দ্বিনের মৌলিক পরিচয় বহনকারী
জাকাত আদায়কারীদের জন্য আরো একটি সুফল হলো তারা দ্বিনের মৌলিক পরিচয় বহনকারী। পৃথিবীতে এ পরিচয় বহন করা সৌভাগ্যের লক্ষণ। ইরশাদ হয়েছে, 'তাদের এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।' (সুরা : বাইয়েনা, আয়াত : ৫)
আখিরাতে চিন্তামুক্তির ঘোষণা
আখিরাতে চিন্তামুক্ত থাকতে চাইলে যথাসময়ে জাকাত দিতে হবে, অন্যথায় সুফলের পরিবর্তে কুফল বয়ে আনবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা নামাজ আদায় করে এবং জাকাত দেয়, তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী; তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে আছে এবং তারাই সফলকাম।' (সুরা : লুকমান, আয়াত : ৪-৫)
অন্য আয়াতে তিনি বলেন, 'যারা ঈমান আনে, সত্কর্ম করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৭)
জান্নাত লাভের ঘোষণা
আবু মালেক আল আশআরি (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে এমন সব (মসৃণ) ঘর রয়েছে, যার বাইরের জিনিসগুলো ভেতর থেকে এবং ভেতরের জিনিসগুলো বাইর থেকে দেখা যায়। সেসব ঘর আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি (মানুষের সঙ্গে) নম্রতার সঙ্গে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে (জাকাত আদায় করে), পর পর রোজা রাখে এবং রাতে নামাজ আদায় করে অথচ মানুষ তখন ঘুমিয়ে থাকে। (মুসনাদে আহমদ,হাদিস : ১৩৫১)
আল্লাহ তাআলা আমাদের সাধ্যানুযায়ী যথাসময়ে জাকাত আদায়ের তৌফিক দান করুন।

এক যুগ পর মুসল্লিদের আগমনে মুখরিত ধ্বংস হওয়া উমায়েদ মসজিদ

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ এক যুগ পর মুসল্লিদের আগমনে মুখরিত সিরিয়ার আলেপ্পোর ঐতিহাসিক উমায়াদ মসজিদ। 'আইএস'-এর সঙ্গে সংঘাতের জেরে ধ্বংস হয়েছিলো মসজিদটি। রোববার (৩১ মার্চ) এমনটা জানিয়েছে ফ্রান্স টোয়েন্টি ফোর।
বিধ্বস্ত মসজিদগুলো সচলের উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে শনিবার (৩০ মার্চ) ইফতার আয়োজন করা হয় সেখানে। আলেপ্পোর বিভিন্ন এলাকা থেকে একত্রিত হন প্রায় দেড় হাজার মানুষ।
মসজিদ প্রাঙ্গনে ধ্বংসস্তূপের মাঝেই ইফতার ও নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা।
২০১২ সালে সংঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছিলো মসজিদটি। ২০১১ সালের দিকে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় সিরিয়ায়। সরকার ও বিদ্রোহীদের সংঘাতে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে দেশটি। এক পর্যায়ে শুরু হয় আইএসের তাণ্ডব। গুঁড়িয়ে দেয়া হয় মসজিদসহ ঐতিহাসিক বহু স্থাপনা।
ধ্বংস হয় তিন ভাগের এক ভাগ মসজিদ। ২০১৬ সালে সিরিয়ার সরকার আলেপ্পোর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার পর নেয়া হয় সংস্কারের উদ্যোগ। অর্থ সহায়তা দিয়েছে চেচনিয়ার সরকার।

তিন দিনে দুই হ্যাটট্রিক ‘বুড়ো’ রোনাল্ডোর

আপনজন ডেস্ক: ‘উই আর নট স্লোয়িং ডাউন’–কথাটা ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। সৌদি প্রো লিগে গতকাল রাতে আবহার বিপক্ষে ৮-০ গোলের বড় ব্যবধানে জিতেছে আল নাসর। এরপর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথাটি লেখেন আল নাসর তারকা। সেটি সম্ভবত সতীর্থদের প্রেরণা জোগাতে। হাতে ৮ ম্যাচ রেখে শীর্ষস্থানীয় আল হিলালের সঙ্গে ১২ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দ্বিতীয় আল নাসর। হাল ছাড়া যাবে না–এ কথাটিই মনে করিয়ে দিয়েছেন রোনাল্ডো ‘দ্য আলটিমেট ওয়াইন।’ পর্তুগিজ কিংবদন্তির সঙ্গে ওয়াইনের তুলনাটা পুরোনো। তবে এই পুরোনো কথাটাই গতকাল রাত থেকে নতুন করে ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কারণ অবশ্যই পারফরম্যান্স। আবহার বিপক্ষে ৪২ মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক, আরও দুটি গোলও বানিয়েছেন–প্রথমার্ধে আল নাসরের ৫-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ায় রোনাল্ডোর ভূমিকাটা একদম সরাসরি। আর গোলগুলো দেখলেও পুরোনো ওয়াইনের সঙ্গে তাঁর তুলনাটা যথার্থই লাগে! সেই তরুণ রোনাল্ডোকে যেমন দেখা যেত তেমন। ১১ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে যে গোলটি করলেন সেটি যে কোনো ফুটবলারের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হতে পারে। মানবদেয়াল তৈরি করে পেছনে একজন ডিফেন্ডারকে শুইয়েও রেখেছিল আবহা। তবু রোনাল্ডোকে ঠেকানো যায়নি। মানবদেয়ালের নিচ দিয়ে মেরেই বল জালে পাঠিয়েছেন।
এর ১০ মিনিট পর আবারও ফ্রি কিক থেকে গোল! এবারে অবশ্য কোনো সুযোগই দেননি আবহার রোমানিয়ান গোলকিপার সিপ্রিয়ান তাতারুসানুকে। সম্ভবত ওই গোল ঠেকানো সম্ভব না পৃথিবীর কোনো গোলকিপারের পক্ষেই। নিখুঁত ফ্রি কিকটি সিপ্রিয়ান শুধু দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দেখলেন! ৪২ মিনিটে সতীর্থের থ্রু পাস থেকে যে চিপটি করলেন সেটারও জবাব নেই। বল বাতাসে ভাসতে ভাসতে সিপ্রিয়ানের গ্লাভস ছুঁয়ে জালে। সৌদি প্রো লিগে তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, গোল করা সহজ–এমন একটা কথা প্রচলিত আছে রোনাল্ডো সেখানে যাওয়ার পর থেকে। কিন্তু গতকাল রাতে রোনাল্ডো বক্সের বাইরে থেকে যে গোল তিনটি করলেন, সম্ভবত ইউরোপের কোনো লিগেই তা ঠেকানো সম্ভব না। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড এই মুহূর্তে ঠিক কেমন ফর্মে সেটাও বোঝা যায় তাঁর টানা দুই হ্যাটট্রিকে তাকিয়ে। আবহার মুখোমুখি হওয়ার ৭২ ঘণ্টা আগে গত শনিবার আল তাইয়ের বিপক্ষে আল নাসরের সর্বশেষ ম্যাচেও হ্যাটট্রিক করেছেন রোনাল্ডো। চলতি লিগে এটি তাঁর তৃতীয় হ্যাটট্রিক। ৩৯ বছর বয়সী একজন মানুষ টানা দুই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন–ওয়াইনের বয়সের সঙ্গে নাকি স্বাদও বাড়ে, রোনাল্ডোও তেমন নয় কি! ক্যারিয়ারে এ নিয়ে ৬৫ হ্যাটট্রিক করলেন। এর মধ্যে ৩০টি হ্যাটট্রিক বয়স ত্রিশের কোটা ছোঁয়ার আগে। বাকি ৩৫টি হ্যাটট্রিক ত্রিশ পার করে! এই পরিসংখ্যানে তাকিয়ে কি মনে হয় না, রোনাল্ডো ফুটবলে প্রমাণিত একটি ব্যাপার মিথ্যা প্রমাণ করে চলছেন! বলা হয়, ৩০ বছর বয়সের মধ্যে ফুটবলাররা নিজেদের সেরাটা দিয়ে দেন। রোনাল্ডোকে দেখুন, কথাটা মিথ্যে মনে হয়! সাদিও মানে ও আবু সুলাইহিমকে দিয়ে আরও দুটি গোল করিয়েছেন রোনাল্ডো। এরপর প্রথমার্ধ শেষেই তাঁকে মাঠ থেকে তুলে নেন আল নাসর কোচ লুইস কাস্ত্রো। তার আগেই ক্যারিয়ারে সপ্তমবার প্রথমার্ধেই হ্যাটট্রিক তুলে নিয়েছেন। আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর এক ম্যাচে ন্যূনতম তিন গোল করলেন এ নিয়ে পঞ্চমবার। আল নাসরের হয়ে এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৫ ম্যাচে ৩৬ গোল হয়ে গেল রোনাল্ডোর। সর্বোচ্চ ২৯ গোল নিয়ে এবার সৌদি প্রো লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতাও রোনাল্ডো। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং ঘরোয়া কাপ প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে আল নাসর। লিগ শিরোপাও আল হিলালের জেতার সম্ভাবনাই বেশি। অর্থাৎ আল নাসরের হয়ে আরও একটি মৌসুম ট্রফিশূন্যভাবে শেষ করার শঙ্কা রোনাল্ডোর সামনে। কিন্তু পর্তুগিজ তারকা হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন। সে জন্যই সম্ভবত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে বুঝিয়েছেন, আল নাসরের দৌড়ের গতি কিন্তু কমবে না।

আইপিএলে ফের মায়াঙ্কের গতির ঝড়, কোহলিদের টানা দ্বিতীয় পরাজয়

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) টানা দ্বিতীয় হারের স্বাদ পেল বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টের কাছে আজ কোহলিরা হেরেছেন ২৮ রানে। এর আগে আইপিলের উদ্বোধনী ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে হার দিয়ে শুরু করে বেঙ্গালুরু। দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে জয় পেলেও পরের ম্যাচে হেরে যায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে। এবার লক্ষ্ণৌর কাছেও লড়াইবিহীন আত্মসমর্পণ করল ফাফ ডু প্লেসির দল। অন্য দিকে লক্ষ্ণৌর তৃতীয় ম্যাচে এটি দ্বিতীয় জয়।
বেঙ্গালুরুতে টসে জিতে লক্ষ্ণৌকে আগে ব্যাট করতে পাঠায় বেঙ্গালুরু। কুইন্টন ডি ককের দুর্দান্ত ৮১ রানে ভর করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮১ রানের পুঁজি পায় লক্ষ্ণৌ। জবাবে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে ১৯.৪ ওভারে ১৫৩ রানেই অলআউট হয়ে যায় বেঙ্গালুরু। ১৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন ম্যাচসেরা মায়াঙ্ক যাদব। এরই মধ্যে গতির ঝড়ে ‘মাথায় মারা পেসার’ হিসেবে বেশ পরিচিত পেয়েছেন যাদব। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ম্যাচসেরা হলেন মায়াঙ্ক। এদিন এবারের আইপিএলে নিজের করা দ্রুততম বলের রেকর্ড মায়াঙ্ক নিজেই ভেঙেছেন। আগের ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ঘণ্টায় ১৫৫.৮ কিলোমিটার বেগে বল করেছিলেন এ পেসার। আজ করলেন ১৫৬.৭ কিলোমিটার বেগে। ১৮১ রানের জবাবে শুরুটা ভালোই করে বেঙ্গালুরু। প্রথম ৪ ওভারেই ৩৬ রান করে কোহলি-ডু প্লেসির জুটি। কিন্তু এরপরই ছন্দপতন। পরের দুই ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে বসে বেঙ্গালুরু। মনিমরন সিদ্ধার্থ ফিরিয়ে দেন ১৬ বলে ২২ রান করা কোহলিকে। ৬ষ্ঠ ওভারের প্রথম বলে রানআউট হয়ে ফেরেন ডু প্লেসি। বেঙ্গালুরু অধিনায়ক করেন ১৩ বলে ১৯ রান। একই ওভারে রানের খাতা খোলার আগে মায়াঙ্ক যাদব ফেরান গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে।
দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর ধাক্কা আর সামলাতে পারেনি বেঙ্গালুরু। লক্ষ্ণৌর নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে একরকম অসহায় হয়ে পড়ে তারা। ১০ ওভার শেষে বেঙ্গালুরুর রান ছিল ৪ উইকেটে ৬৩। রজত পাতিদার এক প্রান্তে চেষ্টা করে গেলেও অন্য প্রান্ত থেকে তেমন কোনো সঙ্গ পাননি। ১৫তম ওভারে ২১ বলে ২৯ রান করা পাতিদারও ফিরে যান। শেষ দিকে বদলি ব্যাটসম্যান মাহিপাল লোমোরের ঝোড়ো ১৩ বলে ৩৩ রান হারের ব্যবধানই শুধু কমিয়েছে। বেঙ্গালুরু থেমে যায় ১৫৩ রানে।
এর আগে প্রথম ওভারেই ৩ চার মেরে লক্ষ্ণৌকে দারুণ শুরু এনে দেন ডি কক। সেই গতিতে এরপর লক্ষ্ণৌকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান। প্রথম ৫ ওভারেই লোকেশ রাহুলকে সঙ্গে নিয়ে দলকে ৪৬ রান এনে দেন ডি কক। দলীয় ৫৩ রানে ফেরেন রাহুল। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৪ বলে ২০ রান। এরপর দেবদূত পাড়িক্কাল (৬) দ্রুত ফিরে গেলেও রানের গতি সচল রাখেন ডি কক। তাঁকে সঙ্গ দিয়ে মার্কাস স্টয়নিস করেন ১৫ বলে ২৪ রান।
১৭তম ওভারে দলীয় ১৪৩ রানে ফেরেন ডি কক। তাঁর ব্যাট থেকে আসে ৫৬ বলে ৮ চার ও ৫ ছক্কায় ৮১ রান। এরপর ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ১ চার ও ৫ ছক্কায় ২১ বলে ৪০ রান করে অপরাজিত থাকেন নিকোলাস পুরান। লক্ষ্ণৌ পায় ১৮১ রানের সংগ্রহ। রান তাড়ায় যে লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ম্যাচের কোনো পর্যায়ে সেভাবে দেখাতে পারেনি বেঙ্গালুরু। এই হারে পয়েন্ট তালিকার নয়ে নামল বেঙ্গালুরু। যাদের নিচে আছে কেবল মুম্বাই ইন্ডিয়ানস।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টস: ২০ ওভারে ১৮১/৫ (ডি কক ৮১, পুরান ৪০*, স্টয়নিস ২৪, রাহুল ২০; ম্যাক্সওয়েল ২/২৩, দয়াল ১/২৪, টপলি ১/৩৯)
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স: ১৯.৪ ওভারে ১৫৩ (লোমোর ৩৩, পাতিদার ২৯, কোহলি ২২, ডু প্লেসি ১৯; যাদব ৩/১৪, নাভীন ২/২৫, স্টয়নিস ১/৯, সিদ্ধার্থ ১/২১)
ফল: লক্ষ্ণৌ ২৮ রানে জয়ী।

আইপিএলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান কলকাতার

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলের ইতিহাসের দ্বিতীয় ও টি-২০তে সপ্তম সর্বোচ্চ ২৭২ রানের স্কোর গড়ার পর বিশাখাপত্তনমে দিল্লি ক্যাপিটালসকে ১০৬ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। টানা দুটি ম্যাচ জেতা চেন্নাই সুপার কিংসের জয়ের ধারা ঠিক আগের ম্যাচেই থামিয়েছিল দিল্লি, তবে কলকাতাকে আটকাতে পারল না তারা। এ নিয়ে টানা তিন জয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে শ্রেয়াস আইয়ারের কলকাতা, এ ম্যাচের নেট রানরেটের সৌজন্য রাজস্থান রয়্যালসকে (১.২৪৯) টপকে গেছে তারা (২.৫১৮)। এবারই প্রথম আইপিএলের কোনো মৌসুম টানা তিন জয়ে শুরু করল কলকাতা। গত ২৭ মার্চ আইপিএলের রেকর্ড ২৭৭ রানের স্কোর গড়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সপ্তাহখানেক পর সেটি ভাঙার খুব কাছে গিয়ে থেমেছে কলকাতা। অবশ্য সে ম্যাচে হায়দরাবাদের রেকর্ড স্কোর তাড়া করার একটা আভাস মুম্বাই ইন্ডিয়ানস দিলেও এবার দিল্লি তেমন কিছু করতে পারেনি। ৩৩ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর পঞ্চম উইকেটে ৪৭ বলে ৯৩ রানের জুটি গড়েন অধিনায়ক ঋষভ পন্ত ও ট্রিস্টান স্টাবস। ২৫ বলে ৫৫ রানের ইনিংস খেলেন পন্ত, স্টাবস করেন ৩২ বলে ৫৪। তবে তাঁদের ইনিংস পার্থক্য গড়তে পারেনি কোনো। ওই দুজনের পর আর কেউ দুই অঙ্কও ছুঁতে পারেননি দিল্লির। এমন জয়ের দিনে কলকাতার জন্য স্বস্তি হয়ে এসেছে মিচেল স্টার্কের বোলিংও। আগের দুই ম্যাচ মিলিয়ে ১০০ রান দিয়ে উইকেটশূন্য থাকা আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় আজ ২৫ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। এই পেসার ফেরান অস্ট্রেলিয়া সতীর্থ ডেভিড ওয়ার্নার ও মিচেল মার্শকে। বৈভব অরোরা ও বরুণ চক্রবর্তী নেন ৩টি করে উইকেট। দিল্লি থামে ১৭.২ ওভারে। এর আগে ওপেনিংয়ে আসা সুনীল নারাইনের ক্যারিয়ার-সর্বোচ্চ ৩৯ বলে ৮৫ রানের সঙ্গে অংক্রিশ রঘুবংশীর ২৭ বলে ৫৪, আন্দ্রে রাসেলের ১৯ বলে ৪১ ও রিংকু সিংয়ের ৮ বলে ২৬ রানের ইনিংসে নিজেদের সর্বোচ্চ স্কোর গড়ে কলকাতা। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছিল তারা। ইশান্ত শর্মার করা দ্বিতীয় ওভারের শেষ ২ বলে দুটি চার মেরেছিলেন ফিল সল্ট, সেটি অবশ্য ছিল কলকাতার ঝড়ের আভাস। চতুর্থ ওভারে ইশান্তের ওপর চড়াও হন নারাইন, সে ওভারে ৩ ছক্কা ও ২ চারে আসে ২৬ রান। পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে কলকাতা তোলে ৮৮ রান, তাদের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। প্রথম ১০ ওভারে আসে ১৩৫ রান, আইপিএলে যা তৃতীয় সর্বোচ্চ। পঞ্চম ওভারে সল্টকে ফেরার পর রঘুবংশী ও নারাইনের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৪৮ বলেই ওঠে ১০৪ রান। ১৩তম ওভারে মিচেল মার্শের বলে কট বিহাইন্ড হয়ে থামেন নারাইন, ইনিংসে মারেন ৭টি করে চার ও ছক্কা। রঘুবংশীও বেশিক্ষণ টেকেননি, আনরিখ নর্কিয়ার বলে থামে তাঁর ২৭ বলে ৫৪ রানের ইনিংস। কিন্তু ফেরার আগে রাসেলদের হাতে ব্যাটনটা তুলে দিয়ে যান। শ্রেয়াস আইয়ার ও রিংকু সিংয়ের সঙ্গে রাসেলের দুটি জুটিতে ৩৫ বলে ওঠে ৮৮ রান। ১৭ থেকে ১৯–এই ৩ ওভারেই কলকাতা তোলে ৫৯ রান। কলকাতার ব্যাটসম্যানরা এদিন মেরেছেন ১৮টি ছক্কা, আইপিএলের ইতিহাসে যৌথভাবে যা পঞ্চম সর্বোচ্চ। তবে কলকাতা এবারই এতগুলো ছক্কা মারল এক ইনিংসে। হায়দরাবাদের রেকর্ড অবশ্য শেষ ওভারে নাগালেই ছিল কলকাতার। ২৬৪ রানে সে ওভার শুরু করেছিল কলকাতা। কিন্তু ইশান্ত শর্মা প্রথম ৩ বলের মধ্যে রাসেল ও রমনদিপ সিংকে ফেরান, ওভারে দেন মাত্র ৮ রান। শেষ পর্যন্ত দিল্লির সান্ত্বনা হয়ে থেকেছে হয়তো সেটিই–কলকাতাকে ২৭৭ পর্যন্ত যেতে না দেওয়া!

আইপিএলে খেলা ৯ ক্রিকেটারকে ছাড়াই পাকিস্তান সফরে যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: আইপিএলে ব্যস্ত সময় পার করছেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটাররা। তাই নিয়মিত খেলোয়াড়দের বেশিরভাগকে ছাড়াই পাকিস্তানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে যাচ্ছে কিউইরা। চোট কাটিয়ে অনেকদিন পর ফেরা মাইকেল ব্রাসওয়েলকে করা হয়েছে অধিনায়ক।
এই সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।
এর মধ্যে একদম নতুন মুখ ব্যাটার টিম রোবিনসন। এছাড়া বাকিদের কম বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সবশেষ সুপার স্ম্যাশ লিগে ১৮৭ স্ট্রাইক রেট ও ৫৯.৬০ গড়ে ২৯৮ রান করেছেন রোবিনসন। এর মধ্যে ৬৪ বলে ১৩৯ রানের ইনিংসও আছে তার। চোট থেকে ফেরা ব্রাসওয়েল সবশেষ গত বছরের মার্চে খেলেছিলেন। আইপিএলে খেলা ৯ ক্রিকেটার ছাড়াও জাতীয় দল থেকে ছাড় পেয়েছেন ইংলিশ কাউন্টি লিগে নটিংহ্যামশায়ারে খেলা উইল ইয়াং। দ্বিতীয় সন্তান জন্মের সময় স্ত্রীর পাশে থাকার জন্য ছুটি পেয়েছেন অভিজ্ঞ টম লাথাম। আরেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার ও টেস্ট অধিনায়ক টিম সাউদিকে দেওয়া হয়েছে বিশ্রাম।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ হলেও কিউইরা পাঠাচ্ছে দ্বিতীয় সারির দল।
পাকিস্তানে আগামী ১৮ এপ্রিল পাঁচ ম্যাচের সিরিজটি শুরু হবে।
নিউজিল্যান্ড দল: মাইকেল ব্রেসওয়েল (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, মার্ক চাপম্যান, জশ ক্লার্কসন, জ্যাকব ডাফি, ডিন ফক্সক্রফট, বেন লিস্টার, কোল ম্যাককনকি, অ্যাডাম মিলনে, জিমি নিশাম, উইল ও’রোক, টিম রোবিনসন, বেন সিয়ার্স, টিম সাইফার্ট ও ইশ সোধি।

হেড করে করে ‘শরীরের ক্ষতি করেছেন’ ভারান

আপনজন ডেস্ক: ফুটবল খেললে হেড করতেই হবে। তবে হেড করতে গিয়ে মাথায় বলের আঘাতের ক্ষতিকর প্রভাবও আছে। ক্যারিয়ারে হেডের পর হেড করে যাওয়া অনেক খেলোয়াড়ের শরীরে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে তা। হেডে কতটা স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে, সেটি নতুন করে বললেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ডিফেন্ডার রাফায়েল ভারান।
এখন ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে খেলা ফরাসি ফুটবলার বলেছেন, হেড করে করে এরই মধ্যে ‘শরীরের ক্ষতি’ করে ফেলেছেন তিনি। ৩০ বছর বয়সী ভারান জানালেন হেডের কারণে কনকাশন (মস্তিষ্কে আঘাতজনিত জটিলতা) হওয়ার পর ২০১৪ বিশ্বকাপের একটি ম্যাচ ‘অটোপাইলট’ বা ‘স্বয়ংক্রিয়ভাবে’ খেলেছেন। হেডের কারণে সৃষ্ট শারীরিক সমস্যা নিয়ে সচেতনতা ও সুরক্ষাব্যবস্থা বাড়ানোর দাবিও করেছেন ভারান।
ফরাসি ক্রীড়া দৈনিক লে’কিপকে ভারান বলেছেন, হেড নিয়ে ‘মাথাব্যথার’ কথা, ‘আমার সাত বছর বয়সী ছেলে ফুটবল খেলে, আমি তাকে বলে হেড করতে বারণ করি। কিন্তু আমি তো (হেড) এড়াতে পারি না। যদিও এটা তাৎক্ষণিক কোনো সমস্যা করে না, তবে আমরা জানি দীর্ঘ মেয়াদে বারবার এমন আঘাত বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।’
হেডের কারণে এরই মধ্যে যে শরীরের ক্ষতি হয়ে গেছে, সেটিও বললেন ভারান, ‘আমি জানি না ১০০ বছর বাঁচব কি না, তবে এটা জানি, আমি আমার শরীরের ক্ষতি করে ফেলেছি। হেড করার বিপদ সম্পর্কে সব শৌখিন ফুটবল মাঠে ও বাচ্চাদের জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে।’

প্লে-অফে ওঠার আশায় বেঁচে রইল ইস্টবেঙ্গল

আইএসএলে কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারাল ইস্টবেঙ্গল। কেরলে গিয়ে ৪-২ গোলে জিতল তারা। এই জয়ের ফলে এখনও আইএসএলে প্লে-অফে ওঠার আশা বেঁচে ইস্টবেঙ্গলের।

বিশাখাপত্তনমের গ্যালারিতে বসে দলের জয় উপভোগ করলেন শাহরুখ খান

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**